বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬১, সংখ্যা ০৯, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৪, সেপ্টেম্বর ২০১৭

এ সংখ্যায়

- অ্যাওয়ার্ড প্রত্যাশীদের মূল্যায়ন
- প্রসঙ্গ : ঈদ-উল-আযহা
- ২য় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্প
- মানবতাবাদী লালন
- বিপি'র আত্মকথা
- বিশ্ব শান্তি দিবস উদযাপন
- স্বদেশ-বিবৃতি
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

Dependable Power - Delighted Customer

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্চনীয়। এ বিষয়ে আপনি ব্যবস্থা নিন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন। আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।
- আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান দু'শিফটে পরিচালিত হলে লোড-শেডিং পরিহারের জন্য পিক-আওয়ার (সন্ধ্যা ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) এর আগে বা পরে কাজের সময় নির্ধারণ করুন। আপনার কার্যালয়ে অথবা বাসগৃহে পানির পাম্প, ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি পিক আওয়ারে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- আধুনিক প্রযুক্তির "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" কম বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ ধরনের লাইট ও মোটরে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয় বলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিদ্যুৎ বিল কম হয়, সুতরাং আজ থেকেই "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" ব্যবহার করুন।
- আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অননুমোদিত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।
- ডিপিডিসি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমপ্লেইন সেল, কোম্পানী সচিবালয়, ডিপিডিসি বরাবরে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।
- ডিপিডিসি সর্বদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত®
AGRADOOT
বর্ষ ৬১ ■ সংখ্যা ০৯
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৪
সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

গ্রাফিক্স
মো. জিলানী চৌধুরী

বিনিময় মূল্য: বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
probangladeshscouts@gmail.com
bsagrodoot@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউট ছেলে-মেয়েদের স্কাউটিং প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ অনুশীলন জীবনে অত্যন্ত আকাঙ্খিত বিষয় হিসেবে তাদের কাজের স্বীকৃতি বিভিন্ন ব্যাজ অর্জন এবং সর্বোপরি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কাবদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড। এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। 'পিএস' ও 'পিআরএস' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। স্কাউটদের একাগ্রচিত্তে স্কাউটিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও স্কাউট আদর্শ, নীতি ও সেবাব্রতের প্রতি অনুরাগী সদস্যরাই কেবল নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তোলার প্রয়াসে এই অ্যাওয়ার্ড গুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এর ফলাফল হয় সদূর প্রসারি। এই মনোভাবাপন্ন ছেলে-মেয়েরাই পরবর্তীতে দেশের জন্য যোগ্য ও সৎ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে। আমাদের প্রত্যাশা কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে অধীর আগ্রহী হয়ে উঠবে– স্কাউটিং হবে আরো সমৃদ্ধ– সমাজ পাবে আলোকিত মানুষ।

সবাইকে পবিত্র ঈদ উল আযহার শুভেচ্ছা। অগ্রদূতের পাঠক পাঠিকা শুভ্যানুধায়ী বিজ্ঞাপনদাতা সংশ্লিষ্টদের জানাই ঈদ মোবারক। ঈদের অফুরন্ত আনন্দে সকলের মাঝে ত্যাগ, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে উঠুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রত্যাশীদের জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়নের ছবি।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

অ্যাওয়ার্ড প্রত্যাশীদের মূল্যায়ন	০৩
দ্বিতীয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্প	০৪
৩ অঞ্চলের আইসিটি স্কাউট ক্যাম্প	০৫
প্রসঙ্গ: ঈদ উল আযহা	০৬
মানবতাবাদী লালন: বাউল গানের অগ্রদূত	০৭
আত্মকথা – লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	০৯
বিশ্ব শান্তি দিবস উদযাপন	১১
প্রশিক্ষণ সংবাদ	১২
স্বদেশ-বিবৃতি	১৪
জানা-অজানা	১৫
চিত্র-বিচিত্র	১৬
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী : শিক্ষা সফর ঃ ভুটান দার্জিলিং	২৫
স্বাস্থ্য কথা	২৬
ছড়া-কবিতা	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
তথ্য-প্রযুক্তি	২৯
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩০
স্কাউট সংবাদ	৩১
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় পর্যায়ে শাপলা কাব, পিএস ও পিআরএস অ্যাওয়ার্ড প্রত্যাশীদের মূল্যায়ন

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রত্যাশীদের লিখিত মূল্যায়নে অংশগ্রহণের দৃশ্য

স্কাউট আন্দোলনের কাংক্ষিত লক্ষ্য হল শিশু, কিশোর ও যুবদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও যোগ্য মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বয়স ভেদে চাহিদা অনুযায়ী আনন্দমুখর প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ অনুমোদিত ব্যাজ এবং অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। একজন কাব স্কাউট এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড। এই অ্যাওয়ার্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি এবং প্রধান জাতীয় কমিশনার এর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি সনদপত্রসহ অনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্কাউট বয়সীদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট বা পিএস অ্যাওয়ার্ড। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট, বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি এবং প্রধান জাতীয় কমিশনার এর স্বাক্ষর সম্বলিতএকটি সনদপত্রসহ অনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের প্রদান করা হয়। রোভার স্কাউট বয়সীদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট বা পিআরএস অ্যাওয়ার্ড। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট, বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি এবং প্রধান জাতীয় কমিশনার এর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি সনদপত্রসহ অনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের প্রদান করা হয়। বলা যায়, সে কারণেই শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে স্কাউটরা হয়ে থাকে ব্যাকুল। শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস জাতীয়ভাবে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সারাদেশের ৭৪টি কেন্দ্রে একযোগে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড এর লিখিত ও সাঁতার মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড এর লিখিত ও সাঁতার মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই মূল্যায়নে উত্তীর্ণদের পরবর্তীতে কাব স্কাউটদের জন্য ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হবে মূল্যায়ন ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে তাদের অর্জিত দক্ষতা, পারদর্শিতা, ব্যবহারিক এবং ব্যক্তিগত স্বাক্ষাতকার মূল্যায়নের করা হবে। আবাসিক এই ক্যাম্পে তাঁবু বাসের পাশাপাশি স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা তাদের অর্জিত জ্ঞান, নৈপুন্য ও ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শন করতে সামর্থ্য হলে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হবে।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

দ্বিতীয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্প

২৪ থেকে ২৬ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে সিলেট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ (কমিশনার কলেজ), সিলেটে বাংলাদেশ স্কাউটসের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় 'দ্বিতীয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্প-২০১৭ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। এই ক্যাম্পে ৪০১ জন রোভার স্কাউট, ইউনিট লিডার ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে রোভার স্কাউটগণ যে সকল বিষয়ে জানার সুযোগ পায় এবং অনুশীলনে অংশগ্রহণ করেছে: (১) জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনে করণীয় সম্পর্কে জানতে (২) ইউনিসেফ কর্তৃক Preparedness & Response on WASH during emergency (৩) দুর্যোগে সাড়াদান, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কৌশল অনুশীলন (৪) বজ্রপাত কি ও কেন হয়? বজ্রপাতে করণীয় (৫) বন্যা ও বন্যা পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বিষয়ে জানা (৬) ভূমিকম্প রেসপন্স টিমের সদস্য হিসেবে পূর্ব প্রস্তুতি, ভূমিকম্পের সময় এবং ভূমিকম্প পরবর্তী করণীয়, ভূমিকম্পের মহড়ায় অংশগ্রহণ (৭) সাইক্লোন পূর্ব সতর্কতা ও প্রস্তুতি এবং পানি থেকে উদ্ধার কার্যক্রমের মহড়ায় অংশগ্রহণ (বিভিন্ন কৌশল ও সরঞ্জামাদির ব্যবহার)

(৮) আগুন (তত্ত্বীয়), অগ্নিনির্বাপন এর যন্ত্র ও উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে জানা এবং মহড়ায় অংশগ্রহণ (৯) উদ্ধার কাজ ও আগুন থেকে উদ্ধারের পর প্রাথমিক প্রতিবিধান এর পদ্ধতির অনুশীলন (১০) স্কাউটিং ব্র্যান্ডিং এবং (১১) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটিকা ও দেশাত্মবোধক গান। এছাড়াও বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রতিরোধে সচেতনতামূলক র‍্যালীতে অংশগ্রহণ। এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ শেষে অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আরো বেশী দক্ষ হয়ে উঠবে এবং দুর্যোগকালীন সময়ে সেবা প্রদানে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২৫ আগস্ট ২০১৭ শুক্রবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন অডিটোরিয়াম, টিবি গেইট, সিলেটে' ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, এবং জাতীয় উপ কমিশনার(সমাজ উন্নয়ন) ও আহবায়ক দ্বিতীয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্প প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দ্বিতীয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্প-২০১৭' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

৩ অঞ্চলের আইসিটি স্কাউট ক্যাম্প

১৭ থেকে ১৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটসের তিনটি (রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার) অঞ্চল নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রথম আঞ্চলিক আইসিটি স্কাউট ক্যাম্প। কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট বয়সী ছেলেমেয়েদের আইসিটি বিষয়ে আরো অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ স্কাউটসের এই আয়োজন। এটি ছিল বিশেষ অঞ্চল সমূহের প্রথম আয়োজন। এবারের আইসিটি ক্যাম্পটি ১৭ আগস্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয়ে ১৯ আগস্ট ডিজিটাল ক্যাম্পফায়ারের মাধ্যমে শেষ হয়। ক্যাম্প চলাকালীন বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ স্কাউটসের কর্মকর্তাগণ ক্যাম্প এলাকা পরিদর্শন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও শতাব্দি ভবন নির্মান প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রেলওয়ে অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক জনাব মোঃ শাহ আলম ভূইয়া এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এয়ার অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক ফ্লাইট ল্যাফট্যনেন্ট মোঃ শাহ আলম প্রমুখ। ক্যাম্পে সার্বক্ষনিক কর্মকর্তা হিসেবে ক্যাম্পটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের উপ পরিচালক জনাব মোসাঃ মাহফুজা পারভীন।

এবারের আইসিটি ক্যাম্পে ১০ জন আইসিটি এক্সপার্ট ও দক্ষ প্রশিক্ষকের সহায়তায় বাংলাদেশ স্কাউটস রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের সর্বমোট ১০০ জন কাব, স্কাউট, ও রোভার ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ইভেন্টে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং আইসিটি এক্সপার্টদের সাথে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ক্যাম্পে বিভিন্ন ইভেন্টের পাশাপাশি প্রতিযোগিতামুলক কিছু ইভেন্ট ছিলো যেটিতে অংশগ্রহণকারীরা আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্কাউটসের তিনটি বিশেষ অঞ্চলের সমন্বয়ে আইসিটি বিষয়ক এটিই ছিলো প্রথম আয়োজন। ইভেন্টে এডোবি ফটোশপ, সফটওয়্যারের ব্যবহার, সোশ্যাল নেটওর্য়াকিং, গেমিং জোন, আউটসোসিং, রেডিও স্কাউটিং সহ আইসিটি বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়।

■ প্রতিবেদক: **মাহফুজা পারভীন**
উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস
রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চল

করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মোহসীন, যুগ্ম সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য দেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহা. আনোয়ার হোসেন, প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্ট, ফিল্ড সার্ভিসেস, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ, জনাব কামরুল আহসান, পি পি এম, ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, প্রফেসর এ কে এম গোলাম কিবরিয়া তাপাদার, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট এবং সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট অঞ্চল, জনাব রাহাত আনোয়ার, জেলা প্রশাসক, সিলেট ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট জেলা ও জেলা রোভার, জনাব মুবিন আহমেদ জায়গীরদার, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন সিকদার, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস উপস্থিত ছিলেন।

২৫ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ, শুক্রবার, সকাল ৯টায় ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট এর নেতৃত্বে বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রতিরোধে সচেতনতামূলক একটি র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালীতে প্রায় ১০০০ জন কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

২৬ তারিখ সন্ধ্যায় কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামে সমাপনী এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটিকা ও দেশাত্মবোধক গান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ মোহসীন, যুগ্ম সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আজম খান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(সার্বিক), সিলেট। জেলা শিল্পকলা একাডেমীর আওতাধীন বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের গান, আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। এ ছাড়াও বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জেলা রোভার কন্টিনজেন্ট সদস্যগণ বঙ্গবন্ধুর ফরিদপুর বিষয়ে একটি জারী গান পরিবেশন করে।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

প্রসঙ্গ: ঈদ উল আযহা

ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে উৎসব, ঈদ মানে ত্যাগ, ঈদ মানে উৎসর্গ। এ মহান ব্রত নিয়ে বিশ্বের সকল মুসলমান ঈদ উৎযাপন করে থাকে। যে যার সামর্থ অনুযায়ী পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়।

এই ভাগাভাগির মনমানসিকতাই মানুষের মধ্যে ত্যাগ ও উৎসর্গের মত মহৎ গুণাবলীকে বিকশিত করে থাকে। ফলে সেই ঈদ-ই আবার সকলের মধ্যে কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়।

ঈদ উল আযহায় সকল মুসলমান ত্যাগের মনোভাবে নিজেকে আল্লাহর দরবারে নিবেদিত করে। বিভিন্ন পশু কোরবানির মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমবাসী ত্যাগের যে শিক্ষা গ্রহণ করে তাতে মানুষের মাঝে সুপ্ত পুশুত্বকেই কোরবানি করে থাকে।

আমরা জানি, কোরবানি শব্দের অর্থ নৈকট্য, ত্যাগ, উৎসর্গ। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই কোরবানি। ঈদ-পালনের মাধ্যমে বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) এর অতুলনীয় আনুগত্য এবং বিরাট ত্যাগের পুণ্যময় স্মৃতি বহন করে।

কোরবানি একটি প্রতীকি ব্যাপার। এখানে পশু কোরবানির মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জানমাল থেকে শুরু করে সবকিছুই কোরবানি করতে প্রস্তুত। কোরবানির নজিরবিহীন ত্যাগের ইতিহাস মানুষকে যে ত্যাগের শিক্ষা দেয় তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা তাদের জান-মাল-জীবন-মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহর নিকট সেগুলোর (কোরবানির পশু) গোশত এবং রক্ত কিছুই পৌঁছায় না, পৌঁছায় শুধু অন্তরের "তাকওয়া"।

মানুষের মধ্যে সকল লোভ লালসা দুর করে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সকল পুশুত্বকে বিসর্জনের শিক্ষাই কোরবানির শিক্ষা। তাই কোরবানির অন্যতম ধর্মীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে পশুত্বকে হত্যা করে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা।

ঈদের যেমন ধর্মীয় দিক আছে তেমনি সামাজিক দিকও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আনন্দ ভাগাভাগির অন্যতম সামাজিক ভূমিকা হচ্ছে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা। জীবন ও ধর্ম একত্রে সম্পৃক্ত হয়ে সকলকে কাছে টেনে নেয়। ঈদের নামাজের জন্য যখন সবাই একত্রে এবং এক কাতারে মিলিত হয় তখন ইসলামের মহান ভ্রাতৃত্ববোধে সবাই উদ্দীপ্ত হয়। সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরকে বুকে টেনে নেয় এবং হৃদয়ের উষ্ণতায় আপন করে সমব্যথী হয়।

একমাত্র ঈদগাহে ধনী-গরীব, শত্রু-মিত্র, আত্মীয়-স্বজন, সবাই পরস্পর পরস্পরকে কোলাকুলির মাধ্যমে পরম মমতায় কাছে টানে। বিশেষ করে ঈদ-উল-আযহার সময় কোরবানির পশু কেনা থেকে শুরু করে জবেহ করা পর্যন্ত পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজন নিয়মিত একজন-অপরের খবরাখবরের মাধ্যমে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। এমনকি জবেহ করার জন্য সবাই একত্রে মিলিত হয়।

পরবর্তীতে মাংস তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজেদের জন্য, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজন এবং আর এক ভাগ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে বিতরণ করার মাধ্যমে যেমন ধর্মীয় অনুসাশন পালন করা হয় তেমনি সামাজিক দায়িত্ববোধ পালন করে থাকে।

ধর্মীয় ও সামাজিক দিকের পাশাপাশি ঈদ-উল-আযহার ব্যবসায়ীক ভূমিকা অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য। এই উদ্দেশ্যে সারা বছর ব্যাপী খামারীরা গৃহপালিত পশুর লালন পালন করে থাকে। নিজের সন্তানের মত এই সমস্ত পশুগুলোকে ঈদ-উল-আযহায় বিক্রয় করার জন্য নিজের সাধ্যমত পরিচর্যা করে থাকে। যে কোন দেশের অর্থনীতির সাথে কোরবানির পশুর ক্রয়-বিক্রয়ের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শুধুমাত্র নিজ দেশে নয়, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও এই পশুগুলোর আমদানি-রফতানির মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল থাকে।

তাছাড়া এ সময় প্রশাসনের ভূমিকা আরো লক্ষণীয়। কোন ধরনের চাঁদাবাজি এবং অনিয়ম প্রতিহত করার জন্য বার বার মনিটরিং এর ব্যাপারে সকলকে সতর্কতার মাধ্যমে মুসলিম মুমিনকে আশ্বস্ত করা হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও ব্যাপক তদারকি করা হয়। নাড়ির টানে সবার সাথে ঈদ করতে যখন সবাই দূর-দুরান্তে ছুটে যায় তখন কীভাবে সকলে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে এই ব্যাপারে যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে জড়িত সকলেই তৎপর থাকে। তবুও মাঝে মাঝে কিছু অনিয়ম পবিত্র ঈদ-উল-আযহার মহত্বকে বিলীন করে। টিকেট কালোবাজারী, ঘাটে ঘাটে চাঁদাবাজী, পশুর হাটে নানা রকম অনিয়ম, লোক দেখানো পশু ক্রয়, কোরবানির পর যথা সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, চামড়া বিক্রয়ের অনিয়ম, চামড়া রক্ষণাবেক্ষণের সঠিক পদ্ধতির অভাব ইত্যাদি অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে অনেক দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়।

সর্বোপরি মুসলিম জাহানের ঈদ-উল-আযহা পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক উৎকর্ষতা সাধনের ইঙ্গিত দিয়েছে। কোরবানির মাধ্যমে ইসলাম মানব জাতিকে সাম্যবাদ বা সমাজবাদের শিক্ষা দেয়। পরোপকার ও ত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম বিশ্ব যে সাম্যের বাণী প্রচার করে তাতেই কোরবানির সার্থকতা নিহিত আছে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

মানবতাবাদী লালনঃ বাউল গানের অগ্রদূত

কেউ বলে ফকির লালন, কেউ লালন সাঁই, কেউ আবার মহাত্মা লালন বিভিন্ন নামেই পরিচিত তিনি। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তিনি একজন আধ্যাত্মিক বাউল সাধক, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক। তিনি অসংখ্য অসাধারণ গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। লালন শাহ্ -কে বাউল গানের একজন অগ্রদূত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার সহজ কথায় অসাধারণ ভাব গাম্ভীর্যতা এখনো মনকে শীতল রসে আস্বাদিত করে। আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, গুরু বা মুর্শিদতত্ত্ব, প্রেম-ভক্তিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, মানুষ-পরমতত্ত্ব, আল্লা-নবীতত্ত্ব, কৃষ্ণ-গৌরতত্ত্ব এবং আরও বিভিন্ন বিষয়ে লালনের অসংখ্য গান রয়েছে। এসকল গানের তানে মন খুঁজে পায় অন্য এক জগত। যে জগতের সূর সতের শতকের সৃষ্টি হলেও তার মুর্ছনায় আজো মন ভেসে যায়।

জন্মঃ লালন শাহ্ অবিভক্ত বাংলায় কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ভাড়ারা গ্রামে ১৭৭৪ সালে জন্ম গ্রহন করেছিলেন। তাঁর সৃষ্টি শিল্পকর্ম ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হয়। লালন ছিলেন একজন মানবতাবাদী স্বত্তা। তিনি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাত এর বিভেদ থেকে সরে এসে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তিনি অসাম্প্রদায়িক চিত্তে তাঁর গান রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের অনেক সাহিত্যিক প্রভাবিত হয়েছেন লালনে সৃজনশীল শিল্পকর্মে। তাঁর শিল্পকর্মের বাউল ভাবধারা অন্তকরণে লালিত হয়ে এখন আধুনিক যুগেও গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীরও ২৫ বছর আগে, ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম, তাকেই 'মহাত্মা' উপাধি দেওয়া হয়েছিলো যা অনেকেরই অজানা।

জীবনীঃ "হিতকরী" পত্রিকায় লালন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে লালনের তীর্থযাত্রা, লালনের গুটি বসন্তে আক্রান্ত হওয়া, লালনের সাথীদের তাকে ফেলে চলে যাওয়া সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ পরিসরে শুধু সংক্ষেপে লালন ফকিরে কিছু

তথ্য উপস্থাপন করা প্রয়াস করবো। লালন ঘটনাক্রমে মলম শাহ্ এর বাড়িতে পালিত হতে থাকে। মলম শাহ ও তার স্ত্রী মতিজান এর পালিত পুত্র হিসেবে বাউল তত্ত্বের দীক্ষা গ্রহন করেন তিনি। গুটি বসন্তে তিনি একটি চোখ হারান। এরপর ছেউড়িয়াতে শিষ্যদের নিয়ে বসবাস শুরু করেন লালন। সেখানেই তিনি দার্শনিক, গায়ক সিরাজ সাঁইজির সংস্পর্শে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন।

পারিবারিক জীবনঃ লালনের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। তার সবচেয়ে অবিকৃত তথ্যসূত্র তার নিজের রচিত অসংখ্য গান। বিস্তর তথ্য উপস্থাপন সম্ভব না হলেও তাঁর কয়েকটি গানে তিনি নিজেকে 'লালন ফকির' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে কুষ্টিয়া হতে প্রকাশিত "হিতকরী" পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়, "ইহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছু বলিতেন না। শিষ্যরা তাহার নিষেধক্রমে বা অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না।"

ধর্ম বিশ্বাসঃ লালনের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। লালন মানবতাকে সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন। লালন এর প্রথম জীবনী রচয়িতা বসন্ত কুমার পাল বলেছেন- "সাঁইজি হিন্দু কি মুসলমান, এ কথা আমিও স্থির বলিতে অক্ষম।" লালনের জীবদ্দশায় তাকে তেমন কোনো ধরনের ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে দেখা যায় নি। অবাক করা বিষয় হলো লালন ফকির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও সাধনাবলে তিনি হিন্দুধর্ম এবং ইসলামধর্ম উভয় শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। সকল ধর্মের লোকের সাথেই তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। প্রকৃতপক্ষে লালন ছিলেন মানবতাবাদী এবং তিনি মানুষের মাঝে কোন ভেদাভেদে বিশ্বাস করতেন না। কিছু লালন অনুসারী মনে করেন তিনি ওহেদানিয়াত নামক একটি নতুন ধর্মীয় মতবাদের অনুসারী। ওহেদানিয়াত এর মাঝে রয়েছে বৌদ্ধধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মের সহজিয়া মতবাদ সহ সুফিবাদও আরও অনেক ধর্মীয় মতবাদ বিদ্যমান।

বাউলদের ধর্ম-সাধনায় গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য 'সহজিয়া' পন্থা বা 'সহজপন্থা'। 'সহজিয়া সাধনা'র মূল কথা হলো 'উজান-সাধনা'। এই পন্থা শাস্ত্রীয় ধার্মিকের সাধনার মতো নয়। এদের পথ বিপরীতমুখী, উজানের দিকে। ভোগ বিলাসিতা ইন্দ্রিয়সুখের গড্ডালিকায় এরা আবর্তিত নয়। এঁদের পথ 'সহজ' সত্য স্বরূপের পথ। রূপ থেকে অরূপে পৌঁছাবার নিরন্তর সাধনা।

লালনের আখড়াঃ লালন কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলার ছেউড়িয়াতে একটি আখড়া তৈরি করেন, যা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। যেখানে তিনি তার শিষ্যদের নীতি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন। তার শিষ্যরা তাকে "শাঁই" বলে সম্বোধন করতেন। তিনি প্রতি শীতে আখড়ায় মহোৎসবের আয়োজন করতেন যা এখনও চলমান। লালনের আখড়াতে এখনও তাঁর জন্ম ও তিরোধান দিবসে স্মরণোৎসব আয়োজিত হয়। যেখানে এখনো এসকল আয়োজনে প্রচুর লোকের সমাগমে আখড়া ভরে ওঠে। তৎকালীন সময়ের উৎসবে শিষ্য ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হয়ে সংগীত ও আলোচনা করা হত।

বাউল দর্শনঃ বাউল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। এটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকাঁচার। সতের-আঠার শতকে বাংলায় এ সম্প্রদায়ের

কুষ্টিয়ার কুমারখালির ছেউড়িয়াতে লালন শাই-এর আখড়া

অভ্যুদয় হয় যা এখনো তেমনি জনপ্রিয়। লালনকে বাউল মত এবং বাউল গানের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মমত লৌকিক। বাউল সাধনায় জ্ঞান, যোগ ও বামাচার- সবকটি ধারারই মিশ্রণ রয়েছে। বাউলরা আধ্যাত্ম সাধনা, পরমাত্মার অন্বেষণ করে। জীবনের প্রতিবন্ধকতাকে উৎরিয়ে সংগ্রামের মাধ্যমে পরমে অমলীন হওয়ার প্রচেষ্টারত থাকে বাউলরা। তারা মানবতার মর্মবাণী প্রচার করেই জীবন অতিবাহিত করেন। তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয় আত্মা। তারা বিশ্বাস করে আত্মাকে জানলেই পরমাত্মা বা সৃষ্টিকর্তাকে জানা সম্ভব। আত্মার বাস দেহে তাই বাউলরা দেহকে পবিত্র জ্ঞান করেন। প্রাত্যহিক জীবনে বাউলদের নির্লোভ জীবন যাপন করতে দেখা যায়। একতারা বাজিয়ে, গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোই তাদের নিত্যকার অভ্যাস। বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ বাউল গান। ইউনেস্কো ২০০৫ সালে বাউল গানকে বিশ্বের মৌখিক এবং দৃশ্যমান ঐতিহ্যসমূহের মাঝে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করে।

লালন ও দেহতত্ত্ব: লালন মানবতাবাদে বিশ্বাসী এ বিষয়টি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষই সর্বোচ্চ আসনের আসীন। বিশ্বাস এই যে মানুষের মাঝে এক মনের মানুষের বাস। তার বহু গানে এই মনের মানুষের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। সকল মানুষের মাঝেই ঈশ্বর বাস করেন। আত্মা তাদের গুরুত্বের বিষয়। যার দেহ পিঞ্জরে নিত্য যাওয়া আসা। যা কোন বাঁধনই মানে না। লালন ভক্ত বাউলরা মানেন দেহের মধ্যে স্থিত রয়েছে বিশ্বের সবকিছু। শুধু তা চিনতে হবে। অচেনারে চিনতে পারলেই সব পাওয়া হয়ে যাবে। আত্মার দেহে অবস্থান হেতু দেহকে কেন্দ্র করেই তাদের সব তত্ত্বকথা। দেহ তাত্ত্বিক ভাবধারায় ডুবে থাকে সব লালন ভক্তরা। কায়াসাধনাকে ঘিরেই তাদের সাধনা।

বৌদ্ধতান্ত্রিক ও সহজিয়াদের মতে, সকল সত্য আমাদের ভিতরে-শুধু অন্তরে নয়, আমাদের দেহের ভিতরেও। যে সত্য বিরাজিত বিশ্বব্রহ্মান্ডের বিপুল প্রবাহের ভিতরে, সেই সত্যই বিরাজিত আমাদের দেহের ভিতরে-সমস্ত জৈবিক প্রবাহের ভিতরে। এই দেহের ভিতরেই রয়েছে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, সকল পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বৎসর, মাস-দিবস-তিথিক্ষণ। এই দেহেই সত্যের মন্দির, সকল তত্ত্বের বাহন" (শশিভূষণ দাশগুপ্ত)। তাই বলা হয়েছে: "যা আছে ভান্ডে/তা আছে ব্রহ্মান্ডে।"

বিশ্ব সাহিত্যে প্রভাব: লালন ছিলেন একজন মহান দার্শনিক। তাঁর গান ও দর্শনের দ্বারা অনেক বিশ্বখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিকরাও প্রভাবিত হয়েছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লালনের মৃত্যুর ২ বছর পর তার আখড়া বাড়িতে যান এবং লালনের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ১৫০টি গান রচনা করেন। লালনকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। লালনের মানবতাবাদী দর্শনে প্রভাবিত হয়েছেন সাম্যবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আমেরিকান কবি এলেন গিন্সবার্গ লালনের দর্শনে প্রভাবিত হন। তাঁর রচনাবলীতেও লালনের রচনাশৈলীর অনুকরণ দেখা যায়। তিনি After Lalon নামে একটি কবিতাও রচনা করেন। লালন সংগীত ও দর্শন নিয়ে দেশে-বিদেশে নানা গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। ১৯৬৩ ছেউড়িয়ার আখড়াবাড়িতে লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যা পরে বিলুপ্ত করে ১৯৭৮ সালে শিল্পকলা একাডেমীর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় লালন একাডেমী।

লালনের গান: লালনের গান লালনগীতি বা লালন সংগীত হিসেবে পরিচিত। লালন মুখে মুখে গান রচনা করতেন এবং সুর করে পরিবেশন করতেন। এ ভাবেই তার বিশাল গান রচনার ভান্ডার গড়ে ওঠে। তিনি সহস্রাধিক গান রচনা করেছেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। তবে তিনি নিজে তা লিপিবদ্ধ করেন নি। তার শিষ্যরা গান মনে রাখতো আর পরবর্তীকালে লিপিকার তা লিপিবদ্ধ করতেন। আর এতে করে তার অনেক গানই হারিয়ে যায় বলে ধারনা করা হয়। লালন তাঁর গানে সমকালীন সমাজের নানান কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক বিভেদ, বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এছাড়া তার অনেক গানে তিনি রূপকের আড়ালেও তার নানান দর্শন ও প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করেছেন।

লালন উৎসব: লালন শাঁইয়ের বেঁচে থাকাকালীন বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হতো। বিশেষত তিনি শীতকালে একটি উৎসবের আয়োজন করতেন। সেখানে আসরাকারে আলোচনা হতো, গান হতো। বর্তমানে তাঁর মৃত্যু দিবসে ছেউড়িয়ার আখড়ায় স্মরণোৎসব পালিত হয়। দেশ-বিদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষ লালন স্মরণোৎসব ও দোল পূর্ণিমায় এই আধ্যাত্মিক সাধকের দর্শন অনুস্মরণ করতে প্রতি বছর এখানে এসে থাকেন। ২০১০ সাল থেকে এখানে পাঁচ দিনব্যাপী উৎসব হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানটি 'লালন উৎসব' হিসেবে পরিচিত।

মৃত্যু: ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর লালন ১১৬ বছর বয়সে কুষ্টিয়ার কুমারখালির ছেউড়িয়াতে নিজ আখড়ায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর প্রায় ১ মাস পূর্ব হতে তিনি পেটের সমস্যা ও হাত পায়ের গ্রন্থির সমস্যা ভুগছিলেন। মৃত্যুর দিন ভোর ৫টা পর্যন্ত তিনি গানবাজনা করেন এবং এক সময় তার শিষ্যদেরকে বলেন– 'আমি চলিলাম' এবং এর কিছু সময় পরই তার মৃত্যু হয়। তারই উপদেশ অনুসারে ছেউড়িয়ায় তার আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাকে সমাধি করা হয়।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট, উইকিপিডিয়া

তথ্য সংগ্রহ: **মোঃ আরমান হোসেন**
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, নওগাঁ

আত্মকথা
লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

■ পূর্ব প্রকাশের পর:

আমি কখনই বুঝতে পানি নি যে, স্কাউট আন্দোলনের ডাকে মানুষ এমন বিস্ময়কর সাড়া দিবে। তাঁদের জন্যই আজকে এই উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি আর ফলাফল লাভ সম্ভব হয়েছে।

আমি নিশ্চিত বলতে চাই, স্কাউটমাস্টারের অবস্থানটি স্কুলমাস্টার বা অধিনায়কের মত নয়। বরং বালকদের মধ্যে তিনি বড় ভাইয়ের মত। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তাদের ওপরেও নয়। তিনি তাদের কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন এভাবে তিনি তাদের ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারেন এবং তাদের প্রচেষ্টায় তিনি অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হন। তিনি হাতের আঙুলে বালকের নাড়ি স্পর্শ করে কোনো হুজুগ থেকে নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারতেন। স্কাউটমাস্টার কথাটি নতুন নয়। এটি একটি পুরানো ইংরেজি শব্দ। ক্রমওয়েল তা ব্যবহার করেছেন। তাঁর সামরিক বাহিনীতে 'স্কাউটমাস্টার' আছে। তাঁর গোয়েন্দা বিভাগ একজন 'স্কাউটমাস্টার জেনারেলের' নির্দেশে পরিচালিত হয়।

পোশাক

বালকের কাছে পোশাক একটা বড় আকর্ষণ। সেটা যদি বনবাসীদের মত হয় তাহলে তার কল্পনা জড়িয়ে পড়ে সীমান্তরক্ষীর সঙ্গে– যাকে তারা নায়ক বলে ভাবে। এছাড়া পোশাক ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি করে। কারণ বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত হলে শ্রেণি ও দেশগত পার্থক্য দূর করে দেয়।

স্কাউট পোশাক সাধারণ এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। (এখন তা অনেকটা ফ্যাশনের দিকে যাচ্ছে।) সেটা প্রায় আমাদের পূর্বপুরুষদের মত। তাঁবু জলসায় চারদিকে যখন আমরা গান গাই তখন তাই আমাদের মনে হয়।

মোজা বন্ধনী

স্কাউট পোশাকের আরেকটি তুচ্ছ অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মোজাবন্ধনী। এটা কেবল মোজাকে নিচে পিছলে পড়া থেকে রক্ষা করার জন্যই লাগানো হয় নি, বরং এখান থেকে সুতা নিয়ে কোনো ছিদ্র মেরামতের কাজেও তাকে লাগানো যায়। এর প্রান্ত রঙিন করা হয়েছে পরিধানকারী স্কাউটদের স্তরবিভাগ দেখানোর জন্য। রোভার স্কাউটদের জন্য লাল এবং বয় স্কাউটদের জন্য সবুজ।

স্কাউট ব্যাজ

কয়েক বছর আগে যখন প্রথম বয় স্কাউটিং শুরু হয়, তখন কোনো কোনো সমালোচনা আন্দোলনকে সামরিক বলে দোষারোপ করেন। কখনও নতুন কিছু শুরু হলে লোক তার দোষ ধরার জন্য এক পায়ে দাঁড়ায়। হয়ত সে সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।

এক্ষেত্রে তাঁরা বললেন যে, স্কাউট আন্দোলন পরিকল্পিত হয়েছে বালকদের সৈনিক তৈরি করার জন্য। তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, আন্দোলনের নকশায় আছে তাঁদের বর্ণনামতে 'সামনের মাথাটি যুদ্ধ ও রক্তপাতের প্রতীক।'

তারবার্তা পাঠিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করা হল আমি এতে কী বলতে চাইছি। আমি ফিরতি তারবার্তা পাঠালাম, 'নকশাটি একটি লিলিফুল–শান্তি ও পবিত্রতার প্রতীক।'

তবে সে কারণে স্কাউটেরা তা গ্রহণ করেছে তা নয়। মধ্যযুগে নেপালসের রাজা চার্লস ফরাসি বংশোদ্ভব বলে তাঁর নকশায় লিলি ফুল ব্যবহার করতেন।

তাঁর রাজত্বকালে নাবিক ফ্লাভিও গিওজা নাবিকের কম্পাসকে বাস্তবানুগ ও নির্ভরশীল যন্ত্রে রুপ দিলেন। কম্পাসে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম দিকের শব্দের প্রথম অক্ষরটি লেখা ছিল। ইতালি ভাষায় উত্তর দিকের অর্থ 'ট্রামন্তানা' তাই তিনি একটি বড় টি অক্ষর বসিয়ে উত্তর দিক চিহ্নিত করেন। কিন্তু তিনি রাজার প্রতি সৌজন্য দেখানোর

জন্য টি-র সঙ্গে রাজার লিলি ফুলের সমন্বয় ঘটিয়ে নকশা তৈরি করলেন। সে সময় থেকে মানচিত্রে, চার্টে ও কম্পাসে উত্তর দিক নির্দেশের জন্য চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়।

লিলি-চিহ্নিত ব্যাজের আসল অর্থ হল, এটি সঠিক সোজা (এবং ওপর) দিকের নির্দেশনা– ডানে বা বামে ঘোরার জন্য নয়। এটি আবার পেছনের দিকেও নিতে পারে। দুদিকের বাহুর তারকাগুলো উলফ কাবের দুটি চোখ। সে যখন স্কাউট হয়েছে যেন তখন তার চোখ দুটি খুলেছে। তখন সে এই দুই তারকার প্রথম শ্রেণীর ব্যাজ অর্জন করেছে। লিলি ফুলের তিনটি দিক স্কাউট প্রতিজ্ঞার তিনটি দিক মনে করিয়ে দেয়। সেগুলো হল স্রষ্টা ও রাজার প্রতি কর্তব্য, অন্য লোকদের সাহায্য করা এবং স্কাউট আইনের আনুগত্য।

মূলমন্ত্র

স্কাউটের মূলমন্ত্র হল 'সদা প্রস্তুত'। এটা এবং তার পোশাকের বেশির ভাগ গ্রহণ করা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ বাহিনী থেকে। বাহিনীর লোকেরা এই মূলমন্ত্র তাদের জন্য গ্রহণ করেছিল– অংশত যে কোনো সময়ে যে কোনো দায়িত্ব গ্রহণে তাদের প্রস্তুত থাকার কথা এতে বলা হয়েছে। তাছাড়া আমার উদ্যোগে তা হয়েছিল বলে।

লিলি ফুলের প্রতীক বিশ্বের প্রায় সব দেশের স্কাউটের জন্য গৃহীত হয়েছে। এক দেশের প্রতীক থেকে অন্য দেশের প্রতীকের পার্থক্যের জন্য লিলি ফুলের ওপর অন্য একটি ছাপ দেওয়া হয়।

আমেরিকার প্রতীকে দেখা যায় যে, সেখানে ঈগল পাখি ও আমেরিকার জাতীয় বয় স্কাউট ভ্রাতৃত্বের লিলি ফুলকে পেছনে রেখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অনন্তকাল তা দাঁড়িয়ে থাক।

গেরো

লিলি ফুল ও মূলমন্ত্রের নিচে একটি ছো ট দড়িতে গেরো দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। এই গেরোটি রুমালে গেরো দিয়ে রাখা মত– প্রতিদিন বালকদের কারও না কারও উপকার করার কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্কাউট লাঠি

পথ চিহ্নিত করার জন্য বেশির ভাগ স্কাউট দলের আর একটি নির্দেশক হল স্কাউটদের লাঠি। রাতের বেলায় খারাপ মাটিতে পথ বের করার জন্য একে একটি মূল্যবান উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কয়েকটি লাঠি এতত্রে বেঁধে কাজের উপযোগী সেতু তৈরি করা যায়। এ দিয়ে সংকেত দানের জন্য উঁচু মাচা তৈরি করা সম্ভব। পতাকার দন্ড হিসেবেও তা ব্যবহার করা যায়। অথবা লাঠি দিয়ে স্ট্রেচার তৈরি করে আহত ব্যক্তিকে বহন করা যায়। দুজন স্কাউটের শিবির উপকরণ লাঠিতে করে বহন করা চলে।

পারদর্শিতা ব্যাজ

বালকেরাই যে কেবল ব্যাজ পরিধান করতে ভালোবাসে তা নয়, আমি শুনেছি অনেক বয়স্ক লোকও পদক লাভের জন্য নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে। তাই বালকদের মনে অহমিকা বোধের অনৈতিক চেতনা সৃষ্টি বলে বিবেচিত হলেও আমরা কিছু পরিদর্শিতা ব্যাজের প্রবর্তন করেছি। যে কোনো বয় স্কাউট পরীক্ষা পাশ করে যোগ্যতার মাধ্যমে সেসব অর্জন করতে পারে। যেসব বিষয়ে পারদর্শিত অর্জন করে তারা এসব ব্যাজ পেতে পারে সেগুলো হল কাঠমিস্ত্রির কাজ, সাঁতার, এম্বুলেন্সের কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম ষাটটির মত বিষয় আছে। প্রত্যেক বালক একাধিক বিষয়ে তা অর্জনের যোগ্যতা রাখে। এভাবে বালকেরা তাদের শখ নির্বাচনে সক্ষম হয়। আর যে বালকের কোনো শখ থাকে সে কখনও বিফল হয় না।

তাছাড়া, ব্যাজের যোগ্যতা মাপার জন্য বালকের সামনে একটি মান আছে। সেটা অর্জনের জন্য বালককে কাজ করতে হয়। এতে কমবুদ্ধি সম্পন্ন বা পেছনে পরা বালক প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করে। সেটা যত জটিল বিষয় হোক না কেন, তার পরীক্ষক তাকে ব্যাজ প্রদান করবেন। এতে বালকেরা সাধারণত আরও ব্যাজ লাভের জন্য উৎসাহিত বোধ করে চেষ্টা করে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই যোগ্য হয়ে উঠবে।

সাহসিকতার জন্য প্রধান ব্যাজ হল কর্নওয়েল ব্যাজ। সেটি প্রয়াত স্কাউট জ্যাক কর্নওয়েলের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রবর্তন করা হয়েছিল। মহাযুদ্ধের সময় জাটল্যান্ডের যুদ্ধে চেস্টার নামক জাহাজে সে নিহত হয়।

রাজা এডওয়ার্ড ও বয় স্কাউট

স্কাউটিং ফর বয়েজ বইটি লেখার পর আমি স্বাভাবিকভাবেই ভাবলাম স্কাউট সংগঠন তাদের কাজের জন্য বইটি ব্যবহার করবে। তাতে এ ব্যাপারে আমার কিছু কাজ হবে। কিন্তু অনেক আগে ১৯০৯ সালের বসন্তকালে আমি বুঝতে পারলাম এ ধরনের সংগঠনের বাইরে শত শত স্কাউট নিজে থেকে স্কাউট দল গড়ে তুলেছে। রাজা এডওয়ার্ড ১৯০৯ সালে আন্দোলন সম্পকে আমরা সঙ্গে কথা বলেছিলেন। যদিও সেটার তখন প্রাথ মিক অবস্থা, মহামান্য সম্রাট তাতে এমই অঙ্গীকার ও সম্ভাবনা দেখেছিলেন যে, তাতে তিনি আমাকে এর পেছনে লাগর জন্য উৎসাহিত করেন এবং এতে যদি আমার কষ্টার্জিত যৎসামান্য সঞ্চয়ও ব্যয় করতে হয় তাই যেন করি। আমি তাই করেছিলাম। আমি মনস্থির করে ফেললাম এবং এগিয়ে গেলাম।

একটি বিশেষ দিনে ক্রিস্টাল প্রাসাদে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সকল স্কাউটদের চিঠি পাঠানো হল। এর ফলে এগার হাজার স্কাউট এসে প্যারেডে হাজির হল। এটা ছিল এ পর্যন্ত বালকদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ। অথচ তখন পর্যন্ত আন্দোলনের দু বছর বয়স পূর্ণ হয় নি।

এটা আমার জন্য একটা বিস্ফোরণের মত। আমি দেখলাম যে, আমি সৈনিকবৃত্তি ও স্কাউটিং উভয়ই করতে পারছি না। আমাকে অবশ্যই একটা না একটা ছাড়তে হবে। কিন্তু কোনটা?

আমি আমার নিজের দিকটি বিবেচনা করে দেখলাম, আমার বয়স এখন বায়ান্ন বছর। একজন লেফট্যানেন্ট জেনারেল। বয়সের দিক থেকে পেশাগত সিঁড়ির অনেক ওপরে। সেই সঙ্গে নতুন সম্ভাবনাময় আন্দোলনকে অনিশ্চিত ও নিস্তেজ করে ফেলা খুব দুঃখের হবে। অথচ তখন আমি কাউকেই এ দায়িত্ব নেওয়ার জন্য খুঁজে পেলাম না।

সম্রাট আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আমি জানি যে, তিনি বিষয়টি ভালভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁর হাতেই ছেড়ে দিলাম কোনটি আমার নেওয়া উচিত হবে। ফলে তিনি রাজি হলেন যে, স্কাউট পরীক্ষা-নিরীক্ষাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

■ চলবে...

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

বিশ্ব শান্তি দিবস উদযাপন

২১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের দাবির প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। একটি যুদ্ধবিহীন বিশ্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত নম্বর ৩৬/৬৭ প্রস্তাব অনুসারে প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরবর্তিতে, ২০০১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত ৫৫/২৮২ নম্বর প্রস্তাব অনুসারে ২০০২ সাল থেকে প্রতি বছরের ২১ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস' হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর থেকে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত বিশ্বের সকল দেশ ও সংগঠন কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ স্কাউটস বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে দিবসটি উদযাপন করেছে। এই দিবস উপলক্ষে সকাল ৮টায় বাংলাদেশ স্কাউটস, কাকরাইল থেকে সাইকেল ও স্কেটিং র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালীটি জাতীয় প্রেস ক্লাব, মৎস্য ভবন হয়ে আবার বাংলাদেশ স্কাউটস, কাকরাইল ফিরে আসে। রোভার

স্কাউটবৃন্দ বিভিন্ন শান্তির বাণী দিয়ে পিস পোল সজ্জিত করে।

সকাল ১০.০০ টায় বেলুন উড়িয়ে ও শান্তির পায়রা অবমুক্ত করা হয়। অতপর জাতীয় স্কাউট ভবন এর সামনের বাগানে বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং মেসেঞ্জার অব গোল্ডেন রিবন প্রকল্পের রোভার স্কাউটদের মাঝে স্কার্ফ বিতরণ করা হয়। এসকল কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক) ও ন্যাশনাল এমওপি কো-অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ, জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। বাংলাদেশ স্কাউটসের জেলা, উপজেলা ও ইউনিট পর্যায়ে অনুরুপ কার্যক্রম করা হয়েছে।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

সেশন পরিচালনা করছেন জাতীয় কমিশনার (সংগঠন)

সেশন পরিচালনা করছেন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)

ব্যানবেইসে ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর সম্মেলন কক্ষ, ঢাকায় ২৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এবং নায়েম এর কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে 'স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স' সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ সভাপতি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন এর সভাপতিত্বে ওরিয়েন্টেশন কোর্সে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. শরীফ আশরাফ উজ-জামান, জাতীয় কমিশনার (বিধি), জনাব জামিল আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ),বাংলাদেশ স্কাউটস, ড. অরুনা বিশ্বাস, সাবেক জাতীয় উপ কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রফেসর মোঃ মাহবুবুর রহমান, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। কোর্স লিডারকে সহায়তা করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ও অন্যান্য অভিজ্ঞ ট্রেনারবৃন্দ। কোর্সে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কোর্সে মোট ৪৭জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সাভার পিএটিসিতে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালনায় ও বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে দিনব্যাপী ৬টি স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় প্রশিক্ষণরত পি৬৬ ব্যাচের বিভিন্ন ক্যাডারের ৩০৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ৬টি কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, রেক্টর (সচিব), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, জনাব জামিল আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম) ও জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস। কোর্সে সহায়তা করেন জনাব মোঃ রেজাউল করীম, জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন), জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, লিডার ট্রেনার, জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), জনাব মোঃ রুহুল আমিন, উপ প্রকল্প পরিচালক, জনাব আহমেদ কাজী আসিফুল হক, পরিচালক (প্রশাসন), জনাব মোঃ শামীমুল ইসলাম, উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনাব মোঃ মশিউর রহমান, উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), জনাব মোঃ ইকবাল হাসান, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস। কোর্স বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, মেম্বার ডাইরেক্টিং স্টাফ (এম অ্যান্ড পিএ), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

গ্রুপ সভাপতি কোর্স

২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২য় গ্রুপ সভাপতি কোর্স। কোর্সে সর্বমোট ৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, টিটিএল, বাংলাদেশ স্কাউটস ও রেক্টর (সচিব), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, ঢাকা। প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার জেবুন্নাহার বেগম, এলটি, ড. আরেফিনা বেগম, এলটি, স্কাউটার আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার, এএলটি, স্কাউটার ফাহমিদা, এএলটি, স্কাউটার অরবিন্দু গোপ, এএলটি, স্কউটার মোঃ মামুনুর রশীদ, সিএএলটি সম্পন্ন।

জেলা-উপজেলা কাব লিডার কোর্স

১২ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৪শ জেলা-উপজেলা কাব লিডার কোর্স। কোর্সে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ নওশাদ আলী,এলটি আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল। কোর্সের প্রশিক্ষকগণ স্কাউটার মোঃ কুতুব উদ্দিন, এলটি, স্কাউটার নলিনী কুমার যোদ্দার, এলটি, স্কাউটার কবির আহাম্মদ, এলটি, স্কাউটার মনির উদ্দিন, এলটি, স্কাউটার ফাতেমা আক্তার খাতুন, এলটি, স্কাউটার কে এম মুজিবুল হক দুলাল, এএলটি, স্কাউটার মোঃ আমিনুল ইসলাম, উডব্যাজার।

বেসিক আইসিটি কোর্স

২১ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর অনুষ্ঠিত হয় ১১'শ বেসিক আইসিটি কোর্স। কোর্সে ৩২জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার এ এইচ এম মুহসিনুল ইসলাম, এলটি। কোর্স স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ মনিরুল ইসলাম সরদার,সিএলটি সম্পন্নকারী, স্কাউটার এস এম জাহির উল আলম, এএলটি, স্কাউটার আমেনা বেগম, এএলটি, স্কাউটার কিংসলি গমেজ, উডব্যাজার, স্কাউটার মোঃ নুরুজ্জামান, স্কাউটার মোঃ শরীফ হোসেন, সিএএলটি সম্পন্ন।

কমিশনার'স কোর্স

১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর অনুষ্ঠিত হয় ৩৯তম কমিশনারস কোর্স। কোর্সে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে কোর্স লিডার এর দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার জামিল আহমেদ, এলটি। কোর্সে প্রশিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন স্কাউটার প্রফেসর মোজাহেদ হোসাইন, এলটি, স্কাউটার ড. আবুল মর্তুজা চৌধুরী, এলটি, স্কাউটার মোঃ শামীমুল ইসলাম, এলটি, স্কাউটার মোঃ শাহজাহান মোল্লা, এএলটি, স্কাউটার ডাঃ মোঃ আব্দুল হক, এএলটি, স্কাউটার মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান, এএলটি, স্কাউটার আকরাম সরকার সুমন, এএলটি।

৬ষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স

১২ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর,২০১৭ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর অনুষ্ঠিত হয় ৬ষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স। কোর্সে ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, এলটি। প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার এস এম নজরুল ইসলাম, এলটি, স্কাউটার মোঃ নুরুল আমিন মজুমদার,এলটি, স্কাউটার জেসমিন বেগম,এলটি, স্কাউটার মোঃ রুহুল আমিন, এএলটি, স্কাউটার এস এম এমরান সোহেল, উডব্যাজার,স্কাউটার মোঃ আকরাম সরকার, এএলটি।

জেলা-উপজেলা স্কাউট লিডার কোর্স

১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর অনুষ্ঠিত হয় ১৫'শ জেলা উপজেলা স্কাউট লিডার কোর্স। কোর্সে ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ, এলটি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস। কোর্সে প্রশিক্ষকগণের মধ্যে স্কাউটার মোঃ খলিলুর রহমান মন্ডল, এলটি, স্কাউটার মোঃ ইসতিয়াক হোসেন, এএলটি, স্কাউটার প্রণব কুমার মন্ডল, এএলটি, স্কাউটার মোঃ রেজাউল হক, সিএলটি, স্কাউটার মুহাঃ ইয়াহিয়া, খান রুবেল,এএলটি, স্কাউটার মোঃ মামুনুর রশীদ, সিএএলটি সম্পন্ন প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স

১৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর অনুষ্ঠিত হয় ৮৮তম স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স। কোর্সে ৪২জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মুহাম্মদ হাবিবুল হক, এলটি, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম জেলা। কোর্সে সহায়তা করেন স্কাউটার এ এইচ এম মুহসিনুল ইসলাম, এলটি, স্কাউটার মোঃ গোলাম কিবরিয়া মধু, এএলটি, স্কাউটার মোঃ কামাল উদ্দিন, সিএএলটি সম্পন্ন, স্কাউটার আঃ করিম খান, সিএএলটি সম্পন্ন, স্কাউটার ফারহানা রহমান সেতু,সিএএলটি সম্পন্ন, স্কাউটার আব্দুল্লাহ আল আজাদ, এএলটি।

৮৮তম স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স

২১ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর অনুষ্ঠিত হয় ৮৮তম স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স। কোর্সে ৪৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ আবদুল জুব্বার, এলটি, প্রধান শিক্ষক, নন্দনপুর রাধারানী পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালপুর, টাংগাইল। প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার ফাতেমা আক্তার খাতুন, এলটি, স্কাউটার রওশান আরা, এএলটি, স্কাউটার প্রণব কুমার মন্ডল, এএলটি, স্কাউটার মোঃ আবদুস সালাম, এএলটি, স্কাউটর শেখ আব্দুল্লাহ, এএলটি, স্কাউটার কমল কান্তি গোপ, এএলটি, স্কাউটার মোঃ আমিনুল ইসলাম, উডব্যাজার।

■ প্রতিবেদক: **ইকবাল হাসান**
সহকারি পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস

অক্টোবরে 'মায়ের ব্যাংক' চালু

দেশে সরকারিভাবে প্রথমবারের মতো প্রসূতি মায়েদের সহায়তার জন্য 'মায়ের ব্যাংক' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় প্রাথামিকভাবে দুই বছরের জন্য ৮০ হাজার প্লাস্টিকের তৈরি ব্যাংক কেনা হচ্ছে। অক্টোবর ২০১৭ নাগাদ চট্রগ্রাম ও সিলেট বিভাগ দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হবে। জেলা পর্যায়ে মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলার ম্যাটারনাল চাইল্ড হেলথ (MCH) ইউনিটের মাধ্যমে এসব ব্যাংক (খালি) গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পবিরার মন্ত্রনালয়। চতুর্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় মা ও শিশু প্রজনন কিশোর- কিশোরী স্বাস্থ্য অপারেশন প্রকল্পের মাধ্যমে পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। গর্ভবতী মায়ের তথ্য হালনাগাদ থাকে নিকটস্থ কেন্দ্রে। ডেলিভারি (প্রসব) হওয়ার আগ পর্যন্ত সরকারের দেয়া এ ব্যাংকে সঞ্চয় করার জন্য প্রসূতি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অনুরোধ করা হবে, যাতে আপদে-বিপদে ব্যাংকে সঞ্চয়কৃত টাকা মা ও নবজাতক শিশুর উপকারে আসে। সরকারিভাবে এ ধরনের উদ্যোগ দেশে এটাই প্রথম।

IMF'I নতুন কার্যালয়

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দাতা সংস্থা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)। ১৭ আগস্ট ১৯৭২ বাংলাদেশ IMF'র সদস্য পদ লাভ করে। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনের পঞ্চম তলায় কার্যালয় স্থাপন করে ওগঋ। এরপর ৪৩ বছর সেখান থেকেই দেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে সংস্থাটি। সম্প্রতি IMF'র কার্যালয় ঢাকার আগারগাঁওয়ে স্থানান্তরিত হয়।

IMF'র বর্তমান ঠিকানা: প্লট-ই, ৩২ শের-ই-বাংলা নগর (৩য় তলা), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নতুন ১৫ টি নৌ থানা

বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট নৌ পুলিশ। নদী ও উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তার জন্য ১২ নভেম্বর ২০১৩ নৌ পুলিশ (River Police) ইউনিট গঠন করা হয়। একজন ডিআইজির নেতৃত্বে দেশের জেলাসমূহ ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করে নৌ পুলিশ ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অঞ্চলগুলো হলো–ঢাকা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুর, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম। নৌ পুলিশ ইউনিট গঠনের আগে জেলা পুলিশ সুপারের অধীনে দুটি নৌ থানা ছিল– বাহাদুরাবাদঘাট, জামালপুর ও চুষমারা, কুড়িগ্রাম। ২০১৭ সালের জুলাইয়ে ১৫টি নৌ ফাঁড়িকে নৌ থানায় রূপান্তর করা হয়।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রাণালয়ের নাম পরিবর্তন

নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও ব্যবসা–বাণিজ্যের প্রসার এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এসবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে দেশের পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ অধ্যাদেশের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) –এর সুপারিশক্রমে ১৯৮৫ সালে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গঠন করা হয়। ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (Ministry of Environment & Foredts) নামে আলাদা মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়।

'আঁশকল' আবিষ্কার

পাট বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় খাত। পাট থেকে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন গুণগতমানের পাট এবং সঠিক আঁশ সংগ্রহের পদ্ধতিতে আঁশ সংগ্রহ করার ফলে পাটের গুণগত মান কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি সময়, শ্রম ও অর্থ অপচয় হচ্ছে। অতিরিক্ত শ্রম, অর্থ ও সময় বাঁচানোর লক্ষ্যে পাটচাষিদেও সুবিধার জন্য সম্প্রতি 'আঁশকল' নামে পাটের আঁশ ছড়ানো যন্ত্রেও ব্যবহার শুরু হয়। এ অটোমেটিক মেশিনে খুব সহজে ও কম সময়ে পাটের আঁশ ছাড়ানো হয়। এ মেশিনে গতানুগতিক পদ্ধতির তুলনায় খরচ প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। এ ছাড়া অপচয় কম হয় এবং আঁশের গুণগত মানও ভাল থাকে।

পাটের আঁশ ছাড়ানো ছাড়াও আঁশকলের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। এর ইঞ্জিনটিকে মুল মেশিন থেকে খুলে ধান-গম-ভূট্টা মারাই যন্ত্র ও সেচযন্ত্র পরিচালনায় শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব।

টেংরার কৃত্রিম প্রজনন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত নীলফামারীর সৈয়দপুর স্বাদুপানি উপকেন্দ্রে দেশি টেংরা মাছের কৃত্রিম প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষের কলাকৌশল উদ্ভাবন করেন তিন মৎস্যবিজ্ঞানী– ড. খোন্দকার রশীদুল হাসান, মালিহা হোসেন মৌ এবং শওকত আহম্মেদ। ২০১৪ সাল থেকে গবেষণা করে এ সফলতা অর্জন করেন তারা। আর এ কারণে ১৯ জুলাই ২০১৭ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৭ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ গবেষক দলটিকে রৌপ্যপদক প্রদান করা হয়।

'বঙ্গবন্ধু' অ্যাপ

তরুণ প্রজন্মেও কাছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরতে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টেও উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু' নামের একটি অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ) তৈরি করেছে তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগ। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ে গুগল প্লে স্টোরে রয়েছে এ অ্যাপটি। এর নতুন সংস্করণে সংযুক্ত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের নতুন ভিডিওচিত্র। গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে 'বঙ্গবন্ধু' সার্চ দিয়ে অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে।

ASOCIO অ্যাওয়ার্ড

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের শীর্ষ সংগঠন Asian Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO)। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের চার প্রতিষ্ঠান তিনটি বিভাগে সম্মানজনক 'ASOCIO অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে। ১০-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তাইওয়ানের তাইপেতে অনুষ্ঠেয় ASOCIO আইসিটি সম্মেলনে এ পুরষ্কার দেয়া হবে।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

কক্সবাজার বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত

বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ বেলাভূমি, উচ্ছ্বসিত সমুদ্রতরঙ্গ, দিগন্ত প্রসারী ঝাউবন ইত্যাদি নিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বৃহত্তম এ পর্যটন কেন্দ্রটি একটানা ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। ইংরেজ ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স-এর নামানুযারে এর নামকরণ হয় 'কক্সবাজার'। জেলা শহর থেকে নৈকট্যের কারণে লাবণী পয়েন্ট ও কলাতলী বিচ পর্যটকদের কাছে প্রধান সমুদ্র সৈকত হিসেবে বিবেচিত হয়। দৃষ্টিনন্দন মেরিন ড্রাইভ ধরে শহরের ১২ কিলোমিটার দক্ষিণেই রয়েছে হিমছড়ি। পিকনিক স্পট। হিমছড়ি থেকে আরও প্রায় ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছে প্রবাল আর শান্ত প্রকৃতির সৈকত ইনানী বিচ, যা পর্যটকদের কাছে সমুদ্রস্নানের জন্য আকর্ষণীয়। কক্সবাজারের আর একটি বড় আকর্ষণ শহর থেকে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন বা নারিকেল জিঞ্জিরা। এছাড়াও পর্যটকদের কাছে টানার মত দর্শনীয় স্থান বা বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে দেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ মহেশখালী, ডুলহাজরা সাফারি পার্ক, বার্মিজ মার্কেট, শুটকি মার্কেট ইত্যাদি। সৈকতে আছড়ে পড়া বিশাল ঢেউ সকালবেলা পাড়ার ভেদ করে রক্তবর্ণের থালার মতো সূর্য, সন্ধ্যায় দিগন্তে সূর্যাস্তের মায়াবী আলো– সব মিলিয়ে কক্সবাজার যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক স্বর্গরাজ্য। প্রতিবছর দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক এখানে ভ্রমণে আসেন।

অ্যাডামস্ অ্যাপল কিন্তু আপেল নয়?

পুরুষদের গলার সামনে উঁচু ঢেউ খেলনো স্ফীত অংশটির নাম অ্যাডামস অ্যাপল বা ল্যারিঞ্জের প্রোমিনেন্স। এ অংশটি স্থিতিস্থাপক পদার্থ কার্টিলেজ দিয়ে গঠিত। বয়ঃসন্ধির পর ছেলেরা যতই বড় হতে থাকে, ততই তার ল্যালিংক্স বা স্বরযন্ত্র বড় হয় এবং এর চারপাশে কার্টিলেজ জমে শক্ত হয়ে যায়। এক সময় তা কিছুটা ফুলে গলার বাইরে বেরিয়ে আসে। এ স্ফীত অংশকেই বলে অ্যাডামস অ্যাপল। বাইবেলের ভাষ্যমতে, স্বর্গের বাগানে (ইডেন) অ্যাডাম ও ইভ সুখেই বাস করছিলেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় ইভ নিষিদ্ধ এক ফল অ্যাডামের হাতে তুলে দিলে সেটা খাওয়ার সময় তার গলায় তা আটকে যায়। পুরুষদের গলার এ স্ফীতি সে ঘটনার চিহ্নই বহন করছে বলে অনেকে দাবি করেন। অনেকের ধারণা আর এটা দেখতে গলায় আটকে যাওয়া আপেলের মতো হওয়ায় এর নাম অ্যাডামস অ্যাপল।

কেন হয়?

মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মাথা বেশি টাকা হয় কেন?

মায়ের কাছ থেকে আসা টাক পড়া সম্পর্কিত জিনের স্বল্পতা, চুলের গোড়ার লোমকূশে (গ্রন্থি) টেস্টোস্টেরন সম্পর্কিত ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন নামক হরমোনের উপস্থিতি বা অন্য কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়ায় পুরুষদের মাথা বেশি টাক হয়।

মানুষের স্থায়ী দাঁত পড়ার পর তা আর ওঠে না কেন?

দাঁত ওঠা সংক্রান্ত ডিএনএ সংকেত নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় পরের বার তা বন্ধ থাকে বলে আর দাঁত ওঠে না। তাছাড়া জীবনের শেষ দিকে দাঁত তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান শরীর সরবরাহ করতে না পারাও একটি কারণ।

মানুষের তৃষ্ণা পায় কেন?

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তে পানি ও লবণের অনুপাত সমান থাকে। কোনো কারণে রক্তে পানির পরিমাণ কমে গিয়ে মস্তিস্কের তৃষ্ণা বা পিপাসা কেন্দ্র গলায় সংকেত পাঠালে কণ্ঠনালীকে ক্রমে শুষ্ক করে তোলায় আমাদের তৃষ্ণা পায়।

প্রথম সেতু নির্মাণ

পৃথিবীর সর্বপ্রথম সেতু সম্ভবত প্রকৃতি নিজেই নির্মাণ করেছিল। কোন গাছ যখন প্রকৃতির সৃষ্ট কোনো জলস্রোতের ওপর আড়াআড়িভাবে পড়েছিল, তখনই সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম সেতুর। লিখিত নথিপত্র থেকে জানা যায়, ব্যাবিলনের ইউফ্রেটিস নদীর ওপর খ্রিস্টপূর্ব ২২৩০ অব্দে পাথরের পিলপার উপর কড়ি কাঠ রেখে প্রথম কাঠের সেতু নির্মাণ করা হয়। এরপর খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ইতালির এনিও নদীর ওপর পাথরের তৈরি তোরণাকার এক সেতু নির্মিত হয়। ধীরে ধীরে সেতু নির্মাণের কলাকৌশলের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। ১৭৭৯ সালে ইংল্যান্ডের সিভার্ন নদীর ওপর সর্বপ্রথম ধাতব সেতু এবং ১৮৮৭ সালে জার্মানির রাইন নদীর ওপর শক্ত কংক্রীটের সেতু নির্মিত হয়। সেতুকে প্রধানত চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়; যথা- গার্ডার সেতু, তোরণাকার সেতু, ঝুলন্ত সেতু এবং অস্থায়ী সেতু। প্রযুক্তির উন্নয়নের ধারায় এখন দীর্ঘ ও মজবুত সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। ফলে খাল, নদী, এমনকি সাগরের ওপর দিয়ে দীর্ঘ সেতু নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

কৃষিকার্য : মানুষের আদিমতম পেশা

কৃষি বা কৃষিকার্য হলো ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কৃষিকার্য প্রচলনের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরানো। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তা বিভিন্ন সময়ে শুরু হয়। খ্রিস্টপূর্ব ২০,০০০ অব্দে মানুষে বন্য শস্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করত। খ্রিস্টপূর্ব ৯৫০০ অব্দে তারা গম, যব, মটরশুটি, ডাল, ছোলা তিসি ইত্যাদি চাষ করত। খ্রিস্টপূর্ব ১১,৫০০ থেকে ৬২০০ অব্দের মধ্যে চীনে ধান, সয়াবিন ও শিম চাষ শুরু হয়। মধ্যযুগে ইসলামী বিশ্ব ও ইউরোপ উভয় স্থানে নতুন নতুন পদ্ধতির আবির্ভাবের ফলে কৃষিকাজে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি ছিল বাঙালির জীবিকার প্রধান উৎস। ব্রিটিশ উপমহাদেশে কৃষিকাজের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। বর্তমানে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ব্যবহৃত হচ্ছে খাদ্য, তন্তুজাত পর্দাথ, জ্বালানি ও কাঁচামালসামগ্রী হিসেবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি উৎপাদনকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি করেছে। তবে আধুনিক চাষাবাদে মাত্রারিক্ত সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ পরিবেশের ভারসাম্যহীনতাসহ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

■ তথ্য সংগ্রহ: সালেহীন সিরাত
শিক্ষার্থী, আই ইউ বি

চিত্র-বিচিত্র

১২২ ফুট লম্বা ডাইনোসর

প্রথমবারের মতো প্রাগৈতাহাসিক প্রাণী ডাইনোসরের একটি প্রজাতির অতিকায় ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ১২২ ফুট লম্বা তৃণভোজী ও ডাইনোসররাই ছিল প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে স্থলে বিচরণ করা সবচেয়ে বড় ও ভারী প্রাণী। বিশেষ অনুসন্ধানের পর ২০১৩ সালে আর্জেন্টিনার দক্ষিণে পাতাগোনিয়া অঞ্চলে প্রথম এ ডাইনোসর প্রজাতির একটি হাড়ের ফসিল আবিষ্কৃত হয়। তাই এ প্রজাতির নাম দেয়া হয় পতাগোটাইটান। সম্প্রতি পাতাগোটাইটানদের একটি কাল্পনিক রূপ প্রকাশ করা হয়। ৩ আগস্ট ২০১৭ পাতাগোটাইটানদের নিয়ে বিস্তারিত গবেষণাপত্র প্রকাশ হয় একটি বিজ্ঞান সাময়িকীতে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পাতাগোটাইটানের একেকটির ওজন হতো প্রায় ৭৭ টন, যা বর্তমানে স্থলের সবচেয়ে বড় প্রাণী আফ্রিকান হাতি ১৪টির সমান। এছাড়া ওজনের দিক থেকে এটি আগে খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে বড় ডাইনোসল প্রজাতির আর্জেন্টিনোসরাসের রেকর্ড ভেঙেছে। পাতাগোটাইটান প্রজাতির ডাইনোসররা ১০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে চলে বেড়াত। বিশাল দেহের ওপর এদের গলার উচ্চতাই ছিল প্রায় ২০ ফুট।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ডাইনোসরের রহস্যোন্মোচন!

'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' ডাইনোসরের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন বিজ্ঞানীরা। বড় একটা কুকুরের আকারের 'চিলেসরাস' নামের এ ডাইনোসরটি দক্ষিণ আফ্রিকায় মাটির নিচে পাওয়া যায়। তথাকথিত এ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ডাইনোসরকে অন্য প্রজাতিগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে গঠিত বলে মনে হয়। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, স্টেগোসরাসের মতো উদ্ভিদভোজী ডাইনোসর ও টাইরানোসরাস রেক্সের মতো সর্বভুক ডাইনোসরের মাঝামাঝি একটা প্রজাতির সাথে এটার যোগ রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এটা দেখতে অনেকটা শিকারি পাখির মতো হলেও এটা আসলে উদ্ভিদভোজী ছিল। নতুন এ গবেষণা অনির্থিক্ষিয়ান হিসেবে পরিচিত একদল ডাইনোসরের বিবর্তনের ব্যাপারে একটা নতুন ধারণা দিচ্ছে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ডাইনোসর প্রথম দিকটার অনির্থিস্কিয়ানদের অন্যতম ছিল।

১০,০০০ ডিমের অমলেট

নকল ও বিষাক্তের অজুহাতে সম্প্রতি ইউরোপীয় সুপারমার্কেটগুলো থেকে লাখ লাখ ডিম সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, এগুলোতে 'পিকনোনিল' নামের এক ধরনের কীটনাশক দেয়া হচ্ছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই অনেকেই ভয়ে ডিম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। মানুষের মনে ডিম নিয়ে ভীতি দূর করতে ১৫ আগস্ট ২০১৭ বেলজিয়ামভিত্তিক সংগঠন 'দ্য ওয়ার্ল্ড ফ্রাটেরনিটি অব নাইচস অব দ্য জায়ান্ট' ১০,০০০ মুরগির ডিম দিয়ে তৈরি দানবীয় আকারের এক অমলেট তৈরি করে, যা পরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পূর্ব বেলজিয়ামের মালমেডিতে তৈরি করা হয় এ অমলেট। এর জন্য আনা হয় ৪ মিটার চওড়া বিশাল প্যান। সেখানেই জনসাধারণের সামনে কয়েকজন অভিজ্ঞ রাঁধুনি এ অমলেট তৈরি করেন।

১০৬ বছরের পুরনো ফ্রুটকেক!

বরপাচ্ছাদিত অ্যান্টার্কটিকার কেপ অ্যাডার এলাকার একটি কুঁড়ে ঘরে পাওয়া গেছে ১০৬ বছরেরও বেশি পুরনো ফ্রুটকেক, যা এখনো খাওয়া যাবে। টিনের একটা কৌটার মধ্যে ব্রিটিশ হাঙ্কলে অ্যান্ড প্লারমার্স কোম্পানির মোড়কে অক্ষত অবস্থায় ছিল কেকটি। নিউজিল্যান্ডভিত্তিক অ্যান্টার্কটিক হেরিটেজ ট্রাস্টের সংরক্ষণবিদরা কেকটি খুঁজে পান। ১৯১০-১৩ সালের টেরা নোভা নামের এক অভিযানের সময় ঐ চালাঘরে অভিযাত্রীরা থেকেছিলেন। কেকটি সম্ভবত তারাই ফেলে গিয়েছিলেন সেখানে। 'এন্টার্কটিকার স্কট' নামে খ্যাত ব্রিটিশ অভিযাত্রী রবার্ট ফ্রালকন স্কট ঐ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বিদ্যুৎ খেকো মানুষ

ভারতের উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের বাসিন্দা নরেশ কুমার। জ্বলন্ত বাল্বের তার চিবিয়ে 'এনার্জি কালেক্ট' করাই তার নেশা। স্থানীয়রা তাকে 'হিউম্যান লাইট বাল্ব' বলেই ডাকে। তিনি নিজেকে সরাসরি ইলেকট্রিক লাইনের সাথে 'প্লাগ ইন' করে দিতে পারেন। শরীরে ২২০ ভোল্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ সহ্য করতে পারেন। খাবার না খেয়ে শুধু 'বিদ্যুৎ খেয়ে' থাকেন। এভাবে 'এনার্জি' সংগ্রহের পর তার কোন ক্ষুধা থাকে না।

অ্যান্টার্কটিকায় ৯১ আগ্নেয়গিরি

সম্প্রতি পশ্চিম অ্যান্টর্কটিকার বরফের নিচে একসাথে ৯১টি আগ্নেয়গিরির সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ১৪ আগষ্ট ২০১৭ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ম্যাঙ ভ্যান এক সংবাদ মাধ্যমে এ খবর দেন। বর্তমানে আগ্নেয়গিরিগুলো সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। আগ্নেয়গিরিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টির উচ্চতা প্রায় ৪০০০ মিটার, যা উচ্চতায় সুইজাল্যান্ডের ইগার আগ্নেয়গিরির সমান। নতুন আবিষ্কৃত এ আগ্নেয় পার্বত্যাঞ্চলে ১০০-৩,৮৫০ মিটার উঁচু আগ্নেয়গিরির সন্ধান মিলেছে। সবই বরফে ঢাকা। চার কিলোমিটার পর্যন্ত পুরু বরফের নিচে রয়েছে এগুলো। বর্তমানে পূর্ব আফ্রিকার আগ্নেয় পর্বতমালায় সবচেয়ে বেশি আগ্নেয়গিরি রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদরা মনে করছেন, সংখ্যার দিক থেকে ঐ অঞ্চলকেও ছাপিয়ে যাবে পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকার এ অঞ্চল।

পিরামিড

পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের একটি হলো মিসরের পিরামিড। প্রাচীন মিসরে পিরামিড ছিল ফারাওদের সমাধিসৌধ। পিরামিডের ভেতর ফারাও এবং তাদের স্ত্রীদের মমি করা মৃতদেহের কফিন এবং প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিসপত্র রাখা হতো। ফারাও জীবিত থাকতেই পিরামিড নির্মাণ করাতেন, যেন তার মৃত্যুর সময় এটি সমাধির জন্য তৈরি থাকে।

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীন মিসরের ৮০টি পিরামিডের মধ্যে বর্তমান কায়রোর গিজা অঞ্চলে অবস্থিত বিখ্যাত ফারাও খুফুর পিরামিড সবচেয়ে বড়। এটা নির্মাণে ২৩ লক্ষ পাথর লেগেছে, যার প্রতিটার ওজন প্রায় ৬৮ মণ। এর বর্তমান উচ্চতা ১৩৮ মিটার।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেটে
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি

ব্যানবেইসে অনুষ্ঠিত স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এবং সহ সভাপতি এ জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলা স্কাউট সমাবেশে স্থানীয় সংসদ সদস্য
ইঞ্জিনিয়ার রেজওয়ান আহম্মাদ তৌফিক বক্তব্য রাখছেন

সাভার পিএটিসি-তে অনুষ্ঠিত স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সে
রেক্টর মহোদয়কে স্কাউটিংয়ের শুভেচ্ছা প্রদান করা হচ্ছে।

সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ মেন্টাল হেলথ ফাস্ট এইড ট্রেনিং কোর্সে
বাংলাদেশ স্কাউটসের কোষাধ্যক্ষ

মৌচাকে অনুষ্ঠিত ১১তম আইসিটি বেসিক কোর্সের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

পিএস অ্যাওয়ার্ড লিখিত মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড লিখিত মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

পিআরএস অ্যাওয়ার্ড লিখিত মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারীগণ

অ্যাওয়ার্ড লিখিত মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) ও জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)

মৌচাকে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্সের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ

পিআরএস অ্যাওয়ার্ড এর সাঁতার মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারীগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

পায়রা উড়িয়ে বিশ্ব শান্তি দিবসের কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন জাতীয় কমিশনার(সংগঠন)

বিশ্ব শান্তি দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), নির্বাহী পরিচালক, এমওপি ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটরসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

বিশ্ব শান্তি দিবসের স্কেটিং র‍্যালী

বিশ্ব শান্তি দিবসে পিস ট্রি এর পার্শ্বে জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), নির্বাহী পরিচালক, এমওপি ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটরসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

বিশ্ব শান্তি দিবসে স্কাউট ভবন চত্তরে বৃক্ষরোপণ করছেন জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) ও নির্বাহী পরিচালক

বিশ্ব শান্তি দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্কাউটার ও রোভার স্কাউটগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

সিলেটে অনুষ্ঠিত ২য় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্পে
বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রতিরোধে সচেতনতামূলক র‍্যালী

সিলেটে অনুষ্ঠিত ২য় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্পের
সমাপনী অনুষ্ঠানের অতিথিগণ

২য় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে
গান পরিবেশন করছেন ফরিদপুর কন্টিনজেন্ট

সিলেটে অনুষ্ঠিত ২য় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্পে
ভবন থেকে উদ্ধারকাজের মহড়া

সিলেটে অনুষ্ঠিত ২য় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্পে
পানি থেকে উদ্ধারকাজের মহড়া

সিলেটে অনুষ্ঠিত ২য় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্পে আগুন নেভানোর মহড়া

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মাদারীপুর জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভার কর্তৃক বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

ঢাকা অঞ্চলের ৪১২তম স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থীগণ

শেরপুর জেলার ছনকান্দা ড. এম টি হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ এর ডে ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীগণ

বগুড়া জেলা রোভারের বার্ষিক স্কাউটস ওন

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ ছোবহানিয়া ফাজিল মাদরাসা স্কাউট দলের হাইকিং

ঈদুল আযহায় ময়মনসিংহে যাত্রীসেবা

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ঝিনাইদহ জেলা স্কাউট ভবনে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ মেন্টাল হেলথ ফাস্ট এইড ট্রেনিং কোর্স

চট্টগ্রাম জেলা রোভারের ৪ সদস্যের র‍্যাম্বলিং

চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বগুড়া জেলায় সিনিয়র রোভার মেট ওয়ার্কশপ

রাজশাহী অঞ্চলে অনুষ্ঠিত প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা

শেরপুর জেলার পরিচালনায় ১ম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

বন্যার্তদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন লালমনিরহাট জেলা রোভার

রাজশাহী কলেজ রোভার স্কাউট দলের জাতীয় শোক দিবসের শোক র‍্যালী

জিনিয়াস ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা জেলা রেলওয়ে এর গ্রুপ ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীগণ

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে নাটোর জেলা রোভার

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সাপাহার উপজেলা

রাজশাহী জেলা রোভারের বৃক্ষ রোপণ অভিযান

বিশ্ব শান্তি দিবস...

বিশ্ব শান্তি দিবসে হবিগঞ্জ জেলা স্কাউটসের কার্যক্রম

বিশ্ব শান্তি দিবসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভারের কার্যক্রম

বিশ্ব শান্তি দিবসে দিনাজপুর জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভারের কার্যক্রম

বিশ্ব শান্তি দিবসে মুন্সীগঞ্জ জেলা রোভারের কার্যক্রম

বিশ্ব শান্তি দিবসে চাঁদপুর জেলা স্কাউটসের কার্যক্রম

বিশ্ব শান্তি দিবসে খুলনা জেলা রোভারের কার্যক্রম

শিক্ষা সফর ঃ ভুটান দার্জিলিং

■ পূর্ব প্রকাশের পর:

দুপুরের খাবার শেষে বেলা ২টায় আরো কিছু দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হই। কিন্তু অত্যাধিক বৃষ্টির কারনে গাড়ী থেকে নেমে ঐ স্থান সমূহ মনের মাধুরী দিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি। স্থান সমূহের মধ্যে ছিল দার্জিলিং চিড়িয়াখানা, রোপওয়ে, টি গার্ডেন, সেন্ট যোসেফ স্কুল, দার্জিলিং সরকারি কলেজ এবং চায়না রিফিউজি কমপ্লেক্স। তবে টি গার্ডেন ও রিফিউজি কমপ্লেক্স দেখা সম্ভব হয়েছে। দিনের শুরুটা ভালভাবে না হওয়ায় অপরাপর কর্মসূচিগুলো আকাংখানুযায়ী সুসম্পন্ন হয় নাই অপর দিকে ৩১ মে ২০১৭ সকাল বেলা টিম বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে বিধায় বৃষ্টি উপেক্ষা করে সন্ধ্যার পর প্রত্যেকেই কম বেশি কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেনাকাটা সম্পন্ন করে সকলে বোর্ডিং এ ফিরে আসে এবং রাতের খাবার শেষ করে আগামী দিনের কর্মসুচী যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য একত্রিত হয়। উপস্থিত সকলে সফর উপলক্ষে নিজস্ব- মতামত ব্যক্ত করেন। টিম লিডার অংশগ্রহণকারীদের মাঝে শুভেচ্ছা স্বরুপ উপহার প্রদান করেন।

৩১ মে ১৭ সকাল ৬টায় দার্জিলিং থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু এবং শিলিগুড়ি জংশনে যাত্রা বিরতি ও হালকা শপিং। অতঃপর ১২টায় পুনরায় চেংরাবান্দা বর্ডারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বিকাল ৪টায় বর্ডারে পৌছি। সফরসঙ্গী সকলে বর্ডারে পৌছালে ইমিগ্রেশন কাজ সম্পন্ন করে বর্ডার অতিক্রম করে বিকাল ৫টায় বাংলাদেশে পদার্পন করি। বাংলাদেশের বুড়িমরি স্থলবন্দরে ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে বিকাল ৫:৫০ মিনিটে সড়ক পথে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা হয়। পথিমধ্যে ইফতার এবং রাতের খাবারের জন্য বিরতি। এভাবে চলতে চলতে ০১ জুন ২০১৭ সকাল

৭:৩০টায় ঢাকার গাবতলী পৌঁছে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যার যার গন্তব্যে যাত্রা শুরু করে। উল্লেখ্য অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ রংপুর, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ থেকে নিজস্ব গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করে নিজেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়ে। ভুটানের শহর ও জনপদ আমার কাছে বেশ পরিচ্ছন্ন মনে হয়েছে। সবাই যেন নিজ শহরকে নিজ দায়িত্বেই পরিস্কার রাখছে। বাড়িঘরগুলোও বেশ মুন্সিয়ানায় তৈরি। সুউচ্চ ভবন তেমন নেই। শহরে অনেক হোটেল রেস্তোরা রয়েছে। তবে হোটেল ম্যানেজারের ভাষ্যমতে এসময় নাকি পর্যটকদের আগমন ঘটে বেশী। স্বপ্নের শহর দার্জিলিং। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে হাজার হাজার ফুট উচুঁ। পাহাড় আর পাহাড়। কিন্তু সেই পাহাড়ের উপর রেলপথ যা আমাদেরকে অবাক করেছে। দার্জিলিং ছিমছাম শহর। অনেক হোটেল রেস্তোরাও রয়েছে। তবে ভুটানের চেয়ে জিনিসপত্রের দাম দার্জিলিংয়ে সস্তা মনে হয়েছে। তবে আমাদের টিমের সবাই প্রায় সমবয়সী হওয়াতে গল্প- স্বল্প- আড্ডা ভালই জমেছিল। এই টিমে মোট ২০ জন সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৫ জন মহিলা। যাত্রা শুরুর পূর্বে ঢাকায় বসে নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস স্যার কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন যা আমাদের অনেক কাজে লেগেছে। সে জন্য স্যারকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাংলাদেশ স্কাউটসের মাননীয় প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয় ট্রেনিং টিম সদস্যগণের জন্য পার্শ্ববর্তী দেশে শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণের সদয় অনুমোদন প্রদানের জন্য তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ। ভ্রমণ সফল করার জন্য আন্তর্জাতিক বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রকল্পের কর্মকর্তাগণকেও জানাই অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

■ লেখক: মোঃ শামীমুল ইসলাম
উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস

স্বাস্থ্য কথা

বর্ষায় কীভাবে নিতে হবে শিশুর যত্ন?

বৃষ্টিভেজা দিনে প্রত্যেকের উচিত শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া। বিশেষ করে ঘরের ছোটদের। একে তো তারা ছোট, নিজের যত্ন নিজে নিতে পারে না। তার সাথে রয়েছে শিশুদের অল্প রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা। যার ফলে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পরে তারা। এই বৃষ্টিভেজা দিনে এর সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। এ সময় শিশুরা জ্বর, নিউমোনিয়া, চর্ম রোগ ও ডায়রিয়াসহ নানা অসুখে ভোগে। ফলে শিশুদের নিয়ে সামান্য অবহেলায় ঘটে যেতে পারে অনেক দুর্ঘটনা। তাই বাড়তি যত্ন নেয়া উচিত এসময় শিশুদের।

কীভাবে এই বর্ষায় নিতে হবে শিশুর যত্ন সে বিষয়ে ঢাকাটাইমসের সাথে কথা বলেছেন মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ম্যাটারনিটির শিশু, কিশোর এবং নবজাতক রোগ বিশেষজ্ঞ নাদিরা আফরোজে। তিনি বলেন– 'বর্ষার এসময় বাচ্চাদের পানিবাহিত বা পানি থেকে বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। নিউমোনিয়া, চামড়ায় সংক্রমণ, ভাইরাস জ্বরের মত অসুখ হয়। তবে এবছর ভাইরাল ডাইরিয়ায়ও ভুগছে অনেকে শিশু। এর প্রধান কারণ অপরিষ্কার পানি। তাই খাওয়া থেকে শুরু করে গোসল সব কাজের জন্যই পানি অবশ্যই ফুটিয়ে নিতে হবে।'

এছাড়াও এই বর্ষায় শিশুদের যত্ন কিভাবে নেয়া যাবে এ বিষয় পরামর্শ দিয়েছেন।

যেসব কাজ করা যাবে না

- শিশুকে পানিতে ভিজতে দেয়া যাবে না।
- বাইরের তরল খাবার খেতে দেয়া যাবে না এতে টাইফয়েডের ঝুঁকি বাড়ে।
- ভাইরাস জ্বর বা সর্দি কাশিতে আক্রান্তদের থেকে দূরে রাখতে হবে শিশুদের।
- না বলতে হবে তিন 'চ' কে। (চিপস, চকলেট, চটপটি)
- ট্যাপের পানিতে গোসল করানো যাবে না।
- আদ্র কাপড় পরানো যাবে না শিশুকে।

যে সব কাজ করণীয়

- শিশুকে শুকনো স্থানে এবং শুকনো পোশাক পরাতে হবে
- ভিজে গেলে শরীর মুছে দিতে হবে।
- ঘর এবং শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- প্রতিদিন গোসল করাতে হবে কুসুম গরম পানি দিয়ে।
- শিশুকে ফুটিয়ে বিশুদ্ধ পানি পান করাতে হবে।
- গোসলের পানিও ফুটিয়ে নিতে হবে।
- প্রতিদিন কাপড় বদলাতে হবে। মেয়ে শিশুর বেলায় দিনে ২/৩ বার কাপড় বদলাতে হবে।
- ঘরের অন্য কারো সর্দি কাশি হলে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে কেন না শিশুরা সহজেই এতে আক্রান্ত হয়।
- মশারি টানিয়ে ঘুমাতে হবে।

চিকিৎসক নাদিরা আফরোজ বলেন, যেহেতু টানা বৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত এসময় স্কুল বন্ধ রাখা। কেন না অপরিষ্কার এই পানির ফলে শিশুর রোগে আক্রান্তের ঝুঁকি থেকে। এমনকি দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ছড়া-কবিতা

কিছু কথা কিছু ব্যথা
হামিদুল আলম সখা

আমার যখন মন খারাপ হয়ে যায়
আমি তখন আকাশের দিকে তাকাই
আমার স্বপ্নগুলো যখন এলোমেলো হয়ে যায়
আমি তখন নদীর কাছে যাই
নদীকে বলি তোমার কষ্ট কি আমার চেয়ে বেশী?
নদী বলে আমার কথা শুনে কে?
আমার কষ্টগুলো কচুরীপানা,খরকুটোর সাথে ভেসে চলে যায়।
এগুলো বুঝার সময় আমার কই?
আমার স্বপ্নস্বাদ যখন কেউ তছনছ করে দেয়
তখন আমি পাহাড়ের কাছে যাই
পাহাড়ের কান্না দেখে আমি নিঃচুপ হয়ে যাই।
আহারে! এদের এতো কস্ট!
আমার কস্টের কথা কাকে বলি?
আমার মন খারাপ দেখে পাহাড় বলে
তুমি খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকো
দেখবে তোমার মন ভালো হয়ে গেছে
আমার মন খারাপ দেখে আকাশ বলে
তুমি আমার এ বিশাল বুকের দিকে তাকাও
দেখবে এখানে শুধুই ভালোবাসা
অফুরন্ত ভালোবাসা
আমার মন খারাপ হলে নদীকে বলি
তুমি কিছু বলো, নদী বলে
আমার দুঃখগুলো দূর অজানায় ভেসে চলে যায়
তোমার দুঃখগুলো দূর অজানায় চলে যাবে
তুমি ম্যাক্সিম গোর্কি,এলিয়ট, রবীন্দ্রনাথ
নজরুল, সুনীলের মতো ভাবো
দেখবে সমস্ত কস্ট,সমস্ত ভাবনা, সমস্ত জঞ্জাল
সমস্ত জানজট,সমস্ত বন্ধুর পথ সহসাই কেটে যাবে।
এসো আমরা কস্টকে দূরে ঠেলে দেই
সুবর্ণ এক সংসারের কথা ভাবি
একটি সুস্থ্য সমাজের কথা ভাবি
নিরাপদ একটি দেশের কথা ভাবি
একটি স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

দিশা
কবি শিখর চৌধুরী

রুক্ষ কঠিন মৃত্তিকার ললাট ভেদ করে,
উঠেছে দেখো ঐ প্রবল প্রাণ।
কিছুদিন পর ছড়াবে দেখো,
চির সবুজের বান।

মৃত্তিকার উল্লাসে দেখ কোন সে গান রচে,
সাথে সাথে তাল দিয়ে নতুন প্রাণ রবে,
ভালোবাসার গিটে গিটে প্রতিটি পল্লব;
হয়ে ওঠে স্বর্গীয় প্রাণ ॥

খেলাধুলা

হালিমের রেকর্ডের হ্যাটট্রিক

বাংলাদেশের খ্যাতিমান ফুটবল প্রদর্শক আব্দুল হালিম। তিনি মাগুরা জেলার শাখিয়া উপজেলার অজপাড়াগাঁ ছয়জিয়া গ্রামের সাধারণ কৃষক সানউল্লাহ পাটোয়ারীর পুত্র। তিন তিনটি বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী আব্দুল হালিম। ফুটবলপাগল হালিম ২০১১ সালে প্রথম বিশ্বরেকর্ড গড়ে গিনেস বুকে নাম লেখান। সেটি ছিলো ২ ঘন্টা ৪৯ মিনিট নিরবচ্ছিন্ন মাথায় ফুটবল নিয়ে ১৫.২০ কিলোমিটার পথ হাঁটা। এরপর ২০১৫ সালে দ্বিতীয়বারের মতো স্বীকৃতি পান বল মাথায় নিয়ে রোলার স্কেটিং জুতা পরে দ্রুততম সময়ে (২৭.৬৬ মিনিটে) ১০০ মিটার অতিক্রম করার জন্য। ঐ দুটি রেকর্ডের কারণে 'ফুটবল জাদুকর' হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি পান তিনি। আব্দুল হালিম তৃতীয়বারের মতো বিশ্বরেকর্ডের স্বীকৃতি লাভ করেন সাইকেল চালানো অবস্থায় মাথায় বল নিয়ে ১ ঘন্টা ১৯ মিনিটে ১৩.৭৪ কিলোমিটার দুরত্ব অতিক্রম করার জন্য। ৮ জুন ২০১৭ মাথায় ফুটবল নিয়ে সাইকেল চালিয়ে সবচেয়ে বেশি দুরত্ব অতিক্রম করার বিশ্বরেকর্ড গড়েন 'ফুটবল জাদুকর' আব্দুল হালিম। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ ১০ আগষ্ট ২০১৭ তাকে এ স্বীকৃতি দেয়।

ক্ষিতীন্দ্রের সাঁতারনামা

৬৬ বছর বয়সে ৪৩ ঘন্টা বিরামহীন ১৪৬ কিলোমিটার সাঁতার কেটে নতুন রেকর্ড গড়েন মুক্তিযোদ্ধা ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র বৈশ্য। ৪ আগস্ট ২০১৭ সন্ধ্যায় তিনি ময়মনসিংহের ফুলপুর ঠাকুর বাঘাই ঘাট সরচাপুর ব্রিজ থেকে কংস নদে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সাঁতার শুরু করেন। বিরামহীন দূরপাল্লার একক সাঁতার প্রদর্শন করে তিনি দুই দিন দুই রাত্রি পর ৬ আগস্ট ২০১৭ দুপুরে মদন উপজেলার মগড়া ব্রিজে এসে পৌঁছেন। সাঁতার এমন কৃতিত্ব ক্ষিতীন্দ্রের জীবনে এটিই প্রথম নয়। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পুকুরে টানা ৯৩ ঘন্টা ১১ মিনিট সাঁতার কেটে গড়েন জাতীয় রেকর্ড। ১৯৭৬ সালে ১০৮ ঘন্টা সাঁতরে সেই রেকর্ড আবার নিজেই ভেঙে দেন। তার সম্মানে জগন্নাত হলে রয়েছে একটি স্মারক ফলক।

বোল্ট – যুগের অবসান

সর্বকালের সেরা অ্যাথলেট জ্যামাইকার উসাইন বোল্ট। অ্যাথলেটিকের কিংবদন্তী বোল্ট ৪–১৩ আগস্ট ২০১৭ লন্ডনে অনুষ্ঠিত ১৬তম বিশ্ব অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপে সর্বশেষবারের মতো অংশগ্রহন করেন। আর এর মধ্যে দিয়ে অবসান ঘটে বোল্ট–যুগের। ২০০৮ সালে বেইজেং অলিম্পিকে রাজসিক আবির্ভাবের পর অলিম্পিক আর বিশ্ব আথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপ মিলিয়ে বোল্টের সোনা ১৯টি, আর পদক ২২টি। অলিম্পিকে জিতেছেন ৮টি সোনা। বিশ্ব অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপে ১১টি সোনা, ২টি রুপা, ও ১টি ব্রোঞ্জ।

সর্বকালের সবচেয়ে গতিধর মানব জ্যামাইকার 'বিদ্যুৎ' উসাইন বোল্ট IAAF'র সেরা অ্যাথলেটের পুরস্কার জিতেছেন ৬ বার; ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৬ সালে। আর চারবার হয়েছেন ওয়াল্ড স্পোর্টসম্যান অব দ্য ইয়ার; ২০০৯, ২০১০, ২০১৩, ও ২০১৭। পরপর তিনটি অলিম্পিকে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সোনাজয়ী ইতিহাসের একমাত্র অ্যাথলেট উসাইন বোল্টের দখলে রয়েছে তিনটি বিশ্বরেকর্ড। বোল্টের তিন বিশ্বরেকর্ড–

- **১০০ মিটার:** ২০০৯ সালে বার্লিন বিশ্ব অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপে ৯.৫৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন।
- **২০০ মিটার:** ২০০৯ সালে বার্লিন বিশ্ব অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপে ১৯.১৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে গড়েন বিশ্বরেকর্ড।
- **৪–১০০ মিটার রিলে:** ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিকে ৩৬.৮৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন।

টেস্ট ক্রিকেটের ৪৩তম হ্যাটট্রিক

২৭-৩১ জুলাই ২০১৭ ইংল্যান্ডের ওভালে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড- দক্ষিন আফ্রিকা টেষ্ট ম্যাচে টেষ্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ৪৩তম হ্যাটট্রিকটি করেন ইংলিশ অফ স্পিনার মঈন আলী। ১৯৩৮ সালের পর প্রথম ইংলিশ অফ স্পিনার হিসেবে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। তিনি বাঁহাতি ব্যাটসম্যানকে আউট করে টেষ্টে হ্যাটট্রিক করা প্রথম বোলার মঈন আলী। টেষ্টে হ্যাটট্রিক দেখা ২৬তম ভেন্যু হলো ওভাল।

এশিয়া কাপ হকি ২০১৭

১১-২২ অক্টোবর ২০১৭ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপ হকির দশম আসর। দীর্ঘ ৩২ বছর পর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এশীয় হকির সবচেয়ে বড় এ টুনামেন্ট।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

১৩ জানুয়ারি-৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ১১তম আসর। মোট চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে মাঠে লড়াইয়ে নামবে ১৬টি দল। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল জায়গা করে নেবে নক আউট পর্বের সুপার লিগে। গ্রুপ পর্বে বিদায় নেয়া বাকি ৮টি দল অংশ নেবে প্লেট চ্যাম্পিয়ন্সশিপে। ১৭ আগষ্ট ২০১৭ টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশ করে আইসিসি।

■ অগ্রদূত ক্রীড়া প্রতিবেদক

কিউআর কোড তৈরির সহজ পদ্ধতি

বিভিন্ন পণ্যের গায়ে প্রায়ই দেখা যায় চারদিকে অসংখ্য কালো বিন্দু সহ একটি কালো বাক্স। এই কালো বাক্সটি স্মার্টফোনে স্ক্যান করে বিভিন্ন জিনিস করা সম্ভব। বস্তুটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও মেলে। এটিকে বলে কিউআর কোড। এই বারকোডে সাদা কালো বিন্দুর মধ্যে যে তথ্য সঞ্চিত থাকে তাকে কিউআর মডিউল বলে।

এই বিশেষ কোডের মধ্যে নিউমেরিক, আলফা নিউমেরিক আর বাইনারি পদ্ধতিতে তথ্য সঞ্চিত থাকে। ফলে স্মার্টফোন খুব সহজেই পড়ে ফেলতে পারে কিউআর কোডের তথ্য।

বারকোডের থেকে বেশি তথ্য রাখা সম্ভব কিউআর কোডের মধ্যে। বিশেষ করে ভারত বা চীনের মতো দেশে এই কোডের মাধ্যমে অফলাইন পেমেন্ট, ওয়াইফাই শেয়ারিং, টাকা ট্রান্সফার ইত্যাদি করা সম্ভব হচ্ছে এই কোডের মাধ্যমে। এবার দেখে নেওয়া যাক কিভাবে খুব সহজেই তৈরি করবেন কিউআর কোড।

স্টেপ ১

প্রথমে একটি ভালো কিউআর কোড জেনারেটার খুঁজে বার করুন। এরকম কিছু কিউআর কোড জেনারেটর হল QR Code Generator, Goqr, Visualead ইত্যাদি।

স্টেপ ২

এবার আপনার পছন্দের ইউআরএল সংযুক্ত করে দিন কিউআর কোডের সাথে। কিউআর কোডে আপনার ফেসবুক, ইউটিউব, ইন্সটাগ্রাম সহ যেকোন ইউআরএল যুক্ত করতে পারবেন। এইভাবে আপনি স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক দুই ধরনের ইউআরএল যুক্ত করতে পারবেন।

স্টেপ ৩

এরপর আপনার ইউআরএল কোড তৈরি হয়ে গেলে দেখে নিন সেটি ঠিকমতো কাজ করছে কি না।

স্টেপ ৪

একবার সেটি শেয়ার করে দিলে কোডটি ট্রাক করতে পারবেন। এবং সেটি কতজন স্ক্যান করল তাও দেখতে পারবেন।

এইভাবে আপনি আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজেই ছড়িয়ে দিতে পারবেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

HOW TO MAKE A QR CODE

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.০৮.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার

– সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগের প্রদত্ত রায় পূর্ণাঙ্গরুপে প্রকাশিত হয় ।

০৫.০৮.২০১৭ ॥ শনিবার

– ৬ মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

০৬.০৮.২০১৭ ॥ রবিবার

– জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৭ এর খসড়া অনুমোদিত হয়।

১৫.০৮.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার

– রাজধানীর পান্থপথে 'অপারেশন আগষ্ট বাইট' নামের জঙ্গিবিরোধী অভিযান পরিচালিত হয়।

১৮.০৮.২০১৭ ॥ শুক্রবার

– ক্রমবর্ধমান ইন্টারনেট সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলায় চীন ডেজিটাল সাইবার আদালত চালু করে।

২০.০৮.২০১৭ ॥ রবিবার

– ২০০১ সালে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ দায়ের করা মামলায় ১০ জনকে গুলি করে মৃত্যু দন্ডাদেশ দেয় ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-২।

২৪.০৮.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার

– মৎস্য অধিদপ্তরের কাছে ইলিশের ভৌগলিক নির্দেশক (GI) পণ্যের নির্দেশক সনদ আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর।

– ই-কপিরাইট সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

– সুন্দরবনের আশেপাশের ১০ কিলোমিটার এলাকায় নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুমোদনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে হাইকোর্টেও রায় প্রদান করে।

– মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যেও মং তাও এলাকায় ২৪ টি পুলিশ ফাঁড়িতে 'রোহিঙ্গা বিদ্রোহি' দের সমন্বিত হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর ১১ সদস্যসহ অন্তত ৩২ জন নিহত।

২৯.০৮.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার

– ব্যাংককে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে বানিজ্য সহজীকরণ (TFA) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বিদেশের খবর...

০১.০৮.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার

– তুরস্কে ২০১৬ সালে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার অভিযোগে প্রায় ৫০০ লোকের বিচার রাজধানী আঙ্কারার বাইরে বিশেষভাবে তৈরি এক আদালতে শুরু।

– ধর্ষিতাকে বিয়ে করলে ধর্ষককে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার আইন বাতিল করে জর্ডান।

০২.০৮.২০১৭ ॥ বুধবার

– রাশিয়া, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে একতরফা কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিলে স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

– রাজকীয় দায়িত্ব থেকে অবসরে যান ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী ডিউক অব এডিনবরা প্রিন্স ফিলিপ।

০৩.০৮.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার

– যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইন ঢেলে সাজাতে নতুন অভিবাসন বিল উপস্থাপনের ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

০৪.০৮.২০১৭ ॥ শুক্রবার

– রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

– ভেনিজুয়েলায় বিতর্কিত সাংবিধানিক পরিষদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

০৫.০৮.২০১৭ ॥ শনিবার

– উত্তর কোরিয়ার ওপর কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ।

০৯.০৮.২০১৭ ॥ বুধবার

– বিশ্বের ৮০টি দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত ভ্রমণের সুবিধা দেয়ার ঘোষণা দিয়ে দেশগুলোর তালিকা প্রকাশ করে কাতার।

১১.০৮.২০১৭ ॥ শুক্রবার

– BIMSTEC পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের ১৫তম বৈঠক নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪.০৮.২০১৭ ॥ সোমবার

– ভারতবর্ষ বিভক্তির ৭০ বছর পূর্তি।

১৬.০৮.২০১৭ ॥ বুধবার

– ধর্ষিতাকে বিয়ে করলে ধর্ষককে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার আইন বাতিল করে লেবানন।

২১.০৮.২০১৭ ॥ সোমবার

– ৯৯ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়।

২২.০৮.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার

– ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথাকে অসাংবিধানিক বলে রায় দেয়।

২৩.০৮.২০১৭ ॥ বুধবার

– চীনের দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে আঘাত হানে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'হাতো'। জাপানি শব্দ 'হাতো' (Hato)'র অর্থ 'কবুতর'।

২৫.০৮.২০১৭ ॥ শুক্রবার

– দুর্নীতির দায়ে বিশ্বের বৃহত্তম স্মার্ট ফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্যামসাংয়ের উত্তরাধিকারী লি জে ইয়ংকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেয় দক্ষিণ কোরিয়ার একটি আদালত।

২৬.০৮.২০১৭ ॥ শনিবার

– ঘণ্টায় ১৩০ মাইল বেগে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস উপকূলে আঘাত হানে ১২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সামুদ্রিক ঝড় 'হার্ভে'।

৩০.০৮.২০১৭ ॥ বুধবার

– ১৪৩৮ হিজরির পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

৩১.০৮.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার

– ১৪৩৮ হিজরির পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

প্রধান জাতীয় কমিশনার এর সংবর্ধনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা এবং জেলা রোভার এর পক্ষ থেকে ১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে মাদারীপুর জেলা সার্কিট হাউসে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও প্রধান জাতীয় কমিশনার। জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ও সভাপতি, হওয়ায় বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা এবং জেলা রোভার এর সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা সম্পাদক জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ।

সংবর্ধিত ব্যক্তি ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান বক্তব্য প্রদান করেন

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব সরোয়ার হোসেন, পুলিশ সুপার, জনাব মোঃ খালিদ হোসেন ইয়াদ, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা ও মেয়র, মাদারীপুর পৌরসভা, প্রফেসর হিতেন চন্দ্র মন্ডল, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা রোভার, জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম নাসিম, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা রোভার। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসন, জেলা স্কাউট ও জেলা রোভারের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ডেস্কটপ পাবলিশিং প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এবং সরকারি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকার সহযোগিতায় ১১-১৪ আগস্ট, ২০১৭ সরকারি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় রোভার স্কাউট ও ইয়াং এডাল্ট লিডারদের জন্য চারদিনব্যাপী ডেস্কটপ পাবলিশিং প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা হয়। কোর্সে ২৪ জন রোভার স্কাউট ও ইয়াং এডাল্ট লিডার অংশগ্রহণ করেন। ১১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে সরকারি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকার অধ্যক্ষ মোল্লা মোঃ গোলাম মোস্তফা কোর্সের উদ্বোধন করেন, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। ১৪ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন। ১২ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটসের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান কোর্স পরিদর্শন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে কথা বলেন। কোর্সে রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ ইউছুফ আলী লিপন, জনাব মোঃ আলী হোসেন, জনাব মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, জনাব গোলাম মোহাম্মদ ফরহাদ, জনাব পঙ্কজ কুমার সুত্রধর। কোর্সের বিষয়সমূহ ছিল: ১০ আঙ্গুলে টাইপ, বেসিক প্রিন্টিং, ডেস্কটপ পাবলিশিং সম্পর্কে ধারণা, এমএস ওয়ার্ড/এক্সএল, গ্রাফিক ডিজাইন, রিফ্লেকশন, ফটোগ্রাফি, ফটোশপ টুল পরিচিতি, নতুন ফাইল খোলা ও সেভ করা, পাথ, লেয়ার, টাইপ কালার কারেকশন, ভিগনেটেসেড, রিফ্লেকশন, ইলাস্ট্রেটর টুল পরিচিতি, গ্রাফ-চার্ট তৈরী, টেক্সট ফরমেট রিফ্লেকশন, ইলাস্ট্রেটরে পেজ মেকিং, ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটর তুলনা, একটি প্যাড ও একটি ভিজিটিং কার্ড তৈরী করা, পেপার, কালি, বাইন্ডিং, ইঞ্চি-মিলিমিটার-পাইকা-পয়েন্ট, পেজ মেকিং, ইন-ডিজাইন ইন-ডিজাইন টুল পরিচিতি, পেজ মেকিং, কিভাবে পেজ লে-আউট করা হয়, একটি ক্যাশ মেমো ও একটি ৭.২৫/৯.৫ ইঞ্চি পৃষ্ঠা ফর্মেট করা ইত্যাদি।

ইটনায় স্কাউট সমাবেশ

কিশোরগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চল হাওর বেস্টিত উপজেলা ইটনায় ২৭-৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ৩য় উপজেলা স্কাউট সমাবেশ। মহেশ চন্দ্র মডেল শিক্ষা নিকেতনে এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সমাবেশের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের চিফ স্কাউট মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ পুত্র স্থানীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার রেজওয়ান আহম্মাদ তৌফিক। উপজেলা স্কাউট সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মশিউর রহমান খানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান চৌধুরী কামরুল আহসান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ইসমাইল হোসেন, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নজরুল ইসলাম ঠাকুর, থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল মালেক, উপজেলা স্কাউট কমিশনার আমিনুল হক ভূইয়া, উপজেলা স্কাউট সম্পাদক মহেশ চন্দ্র মডেল শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক আবু বাক্কার ছিদ্দিক প্রমুখ। সমাবেশে ১৪টি ইউনিটের স্কাউটরা মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সাব ক্যাম্প, আনন্দ মোহন বসু সাব ক্যাম্প, গুরুদয়াল সরকার সাব ক্যাম্প ও ভূপেশ গুপ্ত সাব ক্যাম্পে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করেন।

■ খবর প্রেরক: আব্দুল আউয়াল
সহকারি কমিশনার, কিশোরগঞ্জ জেলা স্কাউট

করিমগঞ্জে দীক্ষা ও ডে-ক্যাম্প

করিমগঞ্জ ছোবহানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা স্কাউট দলের হাইকিং ও ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ আগস্ট ইউনিটের ৪টি উপদলের স্কাউটরা তাদের প্রয়োজনীয় হাইকিং সরঞ্জাম নিয়ে মাদ্রাসার স্টার্টিং পয়েন্টে অবস্থান করে। এ সময় প্রত্যেক উপদল নেতার হাতে কম্পাস ও ফিল্ড বুক তুলে দিয়ে কিছু নির্দেশনা ও সতর্ক বার্তা দেন গ্রুপ কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল বারী। স্কাউটরা তাদের ফিল্ড বুক অনুসারে হাইকিংয়ের গন্তব্যের দিকে পথ চলা শুরু করে। তাদেরকে অনুসরণ করেন উপজেলা স্কাউটসের সহকারি কমিশনার এমদাদুল হক ও স্কাউটার হাবিবুর রহমান। সদস্যগণ ফিল্ড বুক অনুযায়ী মাদ্রাসা থেকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে পৌছায়। উপজেলা পরিষদে উপজেলা স্কাউটস কমিশনার ও উপজেলা শিকক্ষা অফিসার মাহবুব জামান তাঁর কার্যালয়ের সামনে হাইক দলকে স্বাগত জানান। হাইক মাস্টার ও ইউনিট লিডার মোঃ আব্দুল আউয়াল হাইকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন। হাইক শেষে স্কাউটগণ নিজেদের রান্না করা খাদ্য খান। পরে দিনব্যাপি ডে-ক্যাম্পে স্কাউট কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কিশোরগঞ্জে সদরে স্কাউট সমাবেশ

কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চারদিন ব্যাপি এ সমাবেশে ট্রুপ মিটিং, বিপি পিটি, তাঁবু কলা, খেলাধুলা, সাধারণ জ্ঞান, হাইকিং, তাঁবু জলসাসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২৪ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ৫ম কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা স্কাউট সমাবেশ। এ সমাবেশের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল্লাহ আল-মাসউদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কামরুন্নাহার লুনা, উপজেলা স্কাউট কমিশনার মুখলেছ উদ্দিন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফজলুল হক, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট আহসানুল মুজাক্কির এল.টি, সহকারী পরিচালক সুধীর চন্দ্র বর্মন, জেলা স্কাউট সম্পাদক হুমায়ুন কবীর, জেলা স্কাউট লিডার অ্যাডভোকেট স্বপন সরকার, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা স্কাউট সম্পাদক নূরে আলম ছিদ্দিকী সবুজ প্রমুখ। সমাবশে ১৭টি ইউনিটের স্কাউটরা এগার সিন্দুর সাব ক্যাম্প ও চন্দ্রাবতি সাব ক্যাম্পে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করেন। এসব চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নে কর্মকর্তা (প্রশিক্ষক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, জাহাঙ্গীর আলম বাচ্চু, আব্দুল আউয়াল ও আনোয়ার সাদাত। তাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলা স্কাউটসের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মো. আজিমুদ্দিন বিশ্বাস, জেলা স্কাউট কমিশনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) গোলাম মোহাম্মদ ভূঁইয়া, জেলা রোভার স্কাউট কমিশনার প্রফেসর রবীন্দ্র নাথ চৌধুরী এলটি প্রমুখ।

সিলেটে আঞ্চলিক স্কাউটস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন শিক্ষামন্ত্রী

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার লক্ষণাবন্দস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন তিনি। মন্ত্রী স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখেন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণকৃত ৭.১৬ একর ভূমি পরিদর্শন করেন এবং এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। শিক্ষামন্ত্রী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে একটি আয়বর্ধনমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে আঞ্চলিক কমিশনার জনাব মুবিন আহমদ জায়গীরদারকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় তিনি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়নে তাঁর পক্ষ থেকে সকল ধরণের সহযোগিতা

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান মুবিন আহমদ জায়গীরদার

অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে তার সরকার আন্তরিক। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্কাউটিং সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। শিক্ষামন্ত্রী আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিদর্শনে গেলে শিক্ষামন্ত্রীকে স্বাগত জানান সিলেট অঞ্চলের কমিশনার জনাব মুবিন আহমদ জায়গীরদার। এসময় উপস্থিত ছিলেন গোলাপগঞ্জ থানা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিক আহমদ, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা জনাব সৈয়দ মিসবাহ উদ্দিন, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, আঞ্চলিক পরিচালক জনাব উনুচিং মারমা, সহকারী পরিচালক জনাব রাসেল আহমদ প্রমুখ।

■ খবর প্রেরক: খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, সিলেট

'ইস্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদ-২০১৭' সিলেটের গার্ল ইন স্কাউট রাইসা সালসাবিল

বাংলাভাষা বিষয়ক মেধাভিত্তিক টিভি রিয়েলিটি শো 'ইস্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদ-২০১৭' এ তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র পেট্রোল লিডার গার্ল ইন স্কাউট রাইসা সালসাবিল।

দেশের ৩৫ হাজার প্রতিযোগির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ৩য় হয়ে ২ লাখ টাকার মেধাবৃত্তি পেয়েছে রাইসা। বিজয়ী রাইসার হাতে পুরস্কার তুলে দেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামন নুর, চ্যানেল আই'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ, প্রতিযোগিতা বিচারক ড. সৌমিত্র শেখর ও বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী সুবর্ণা মুস্তাফা প্রমুখ।

রাইসা সালসাবিলের এ অর্জনে বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সকল স্কাউট, স্কাউটার ও স্কাউট নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার, সম্পাদক মোঃ মহিউল ইসলাম (মুমিত), আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ স.ব.ম দানিয়াল, বাংলাদেশ স্কাউটসের মুখপত্র 'অগ্রদূত' এর সিলেট প্রতিনিধি খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন প্রমুখ।

ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল

২৫ জুলাই ২০১৭ তারিখ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা স্কাউটসের ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়।কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ হাফিজ উল্লা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সদর, লক্ষ্মীপুর। জনাব আবু তালেব উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জনাব হাসিনা ইয়াসমিন উপজেলা শিক্ষা অফিসার সদর, লক্ষ্মীপুর।কাউন্সিলে জনাব মোঃ আবুল বাশার বীরমুক্তিযোদ্ধা কে কমিশনার এবং জনাব মোঃ নুর হোসেনকে সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশ কোর্স

২৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখ কুমিল্লা অঞ্চলের পরিচালনায় এবং লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা স্কাউটসের ব্যবস্থাপনায় ৩৪৯ তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোসে কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন জেলা স্কাউটসের কমিশনার জনাব কবির আহাম্মদ এল টি,কোর্স স্টাফ ছিলেন যথাক্রমে জনাব মোঃ খোরশেদ আলম খান এ এলটি, জনাব সাইদ মোঃ দেলোয়ার হোসেন সি এ এলটি, জনাব মোঃ আবুল হাশেম। কোর্সে মোট ২৮ জন প্রশিক্ষণাথী অংশগ্রহণ করেন।

অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন

২২ ফেব্রুয়ারী / ২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার শরীয়তপুর জেলার কালেক্টরেট কিশলয় স্কুলে শরীয়তপুর জেলার শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষা ও প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রার্থী ছিলেন ১১৮ এবং প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রার্থী ছিল ৪৩ জন।পরীক্ষা পরিচালনায় ছিলেন সর্ব জনাব কবির আহাম্মদ- এল টি,কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, লক্ষ্মীপুর জেলা, জনাব মোঃ আশাদুল কবির, এ এল টি, জনাব কাউছার আলী বিশ্বাস- এএলটি, জনাব ফয়জুল বারী মল্লিক- এএলটি, জনাব মোঃ আরিফুর রহমান রাজু উডব্যাজার। মূল্যায়ন পরীক্ষা পরিদর্শনে আসেন জনাব মোঃ মাহমুদুল হোছাইন খান জেলা প্রশাসক ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস শরীয়তপুর জেলা।

খবর প্রেরক: **জনাব কবির আহাম্মদ**
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, লক্ষ্মীপুর

পি এস পরীক্ষা

২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখ কুমিল্লা অঞ্চলের জেলা পর্যায়ের লক্ষ্মীপুর জেলার পি এস পরীক্ষা শহীদ স্মৃতি আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় লক্ষ্মীপুর জেলার ৮টি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৬২ জন স্কাউট অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সহকারী লিডার ট্রেনার জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন। পরীক্ষা পরিদর্শন করেন জেলা স্কাউটসের কমিশনার জনাব কবির আহাম্মদ এলটি, জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন সি এ এলটি এবং সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস লক্ষ্মীপুর জেলা।

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড

২১ জুলাই ২০১৭ তারিখ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার শহীদ স্মৃতি আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কুমিল্লা অঞ্চলের শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় লক্ষ্মীপুর জেলার মোট ১১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৭ জন কাব অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সহকারী লিডার ট্রেনার জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান। পরীক্ষা পরিদর্শনে আসেন লক্ষ্মীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক জনাব শেখ মোরশেদুল ইসলাম,জেলা স্কাউটসের কমিশনার জনাব কবির আহাম্মদ এলটি, জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন সি এল টি,জনাব মোঃ নুরুল আমিন সি এ এল টি এবং জেলা কাব লিডার।

১ম ডে ক্যাম্প ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

শেরপুর জেলার ছনকান্দা ড. এম টি হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ এর ডে ক্যাম্প ২৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। ডে ক্যাম্পে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৬৪ জন এবং ডে ক্যাম্প পরিচালনামন্ডলী ছিল ০৪ জন। অংশগ্রহণকারীদের আটটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। কোর্স স্টাফ হিসেবে স্কাউটার মোঃ হামজার রহমান শামীম সিএএলটি সম্পন্নকারী, স্কাউটার মোঃ জয়নাল আবেদীন। ডে ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছনকান্দা ড. এম টি হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ সভাপতি জয়নাল আবেদীন উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের অন্যান্য শিক্ষকগণ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গ্রুপ সম্পাদক স্কাউটার মোঃ শাহাদত হোসেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন- স্কাউটিং ছেলে মেয়েদের সুনাগরিক হিসেবে তৈরি করে। এ সংগঠনে সম্পৃক্ত হয়ে তারা আত্মনির্ভরশীল নাগরিক তৈরি হতে পারে। ডে ক্যাম্পে স্কাউটিং এর মৌলিক বিষয়ের নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্কাউট ওন আয়োজন করা হয়। স্কাউট ওনে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। স্কাউট ওন পরিচালনা করেন সহকারী পরিচালক মোঃ হামজার রহমান শামীম। হাইকিং এবং সমাজ উন্নয়ন এর বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়। হাইকিং করার পর সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করা হয়। স্কাউটরা বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। স্কাউটদের নিয়ে বাল্য বিবাহ মুক্ত, মাদকমুক্ত, ভিক্ষুকমুক্ত শেরপুর গঠনের জন্য একটি র‍্যালী বের করা হয়। বিকেলে দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠান করা হয়। দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও শিক্ষক ও অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। দীক্ষা শেষে স্কাউটদের স্কার্ফ, ব্যাজ, ওয়াগল ও মাই প্রোগ্রেস বই প্রদান করা হয়। সন্ধ্যায় তাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁবু জলসায় আটটি উপদলের মোট ছয়টি আইটেম উপস্থাপন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে ২ জন মতামত ব্যক্ত করেন।

১ম ডে ক্যাম্প

জামালপুর জিলা স্কুল স্কাউট গ্রুপ এর ডে ক্যাম্প ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে স্কুল ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। ডে ক্যাম্পে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪৮ জন এবং ডে ক্যাম্প পরিচালনামন্ডলী ছিল ০৪ জন। অংশগ্রহণকারীদের ছয়টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। কোর্স স্টাফ হিসেবে স্কাউটার মোঃ হামজার রহমান শামীম, স্কাউটার মোঃ শফিকুল ইসলাম, স্কাউটার মো: আনিসুল ইসলাম, স্কাউটার শাহজাহান আলী মোল্লা। ডে ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জামালপুর জিলা স্কুল স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ সভাপতি শামছুননাহার মাকছুদা, বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম, জেলার যুগ্ন সম্পাদক শাহজাহান আলী মোল্লা উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের অন্যান্য শিক্ষকগণ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গ্রুপ সম্পাদক স্কাউটার মো: শফিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন- স্কাউটিং একটি ভাল সংগঠন। ছেলে মেয়েরা এ সংগঠনে সম্পৃক্ত হয়ে আদর্শ নাগরিক তৈরি হতে পারে। ডে ক্যাম্পে স্কাউটিং এর মৌলিক বিষয়ের নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্কাউট ওন আয়োজন করা হয়। স্কাউট ওনে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। স্কাউট ওন পরিচালনা করেন সহকারী পরিচালক মোঃ হামজার রহমান শামীম। হাইকিং এবং সমাজ উন্নয়ন এর বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়। হাইকিং করার পর সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করা হয়। স্কাউটরা বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা মেরামত করে। বিকেলে দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠান করা হয়। দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব শামছুননাহার মাকছুদা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। দীক্ষা শেষে স্কাউটদের স্কার্ফ, ব্যাজ, ওয়াগল ও মাই প্রোগ্রেস বই প্রদান করা হয়। সন্ধ্যায় তাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁবু জলসায় ছয়টি উপদলের মোট ছয়টি আইটেম উপস্থাপন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীদের পক্ষে ২ জন মতামত ব্যক্ত করেন।

১ম ইয়ুথ মেন্টাল হেলথ ফাস্ট এইড কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, শেরপুর জেলার পরিচালনায় ১ম ইয়ুথ মেন্টাল হেলথ ফাস্ট এইড কোর্স ১৯-২০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে শেরপুর সরকারি ভিক্টরিয়া একাডেমি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ২০ জন এবং কোর্স স্টাফ ছিল ০৪ জন। অংশগ্রহণকারীদের চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। কোর্স স্টাফ হিসেবে স্কাউটার মোঃ আল আমিন পিআরএস, স্কাউটার মোঃ মাশহুরুল হক রাজন, স্কাউটার মোঃ হামজার রহমান শামীম, স্কাউটার মোঃ আইয়ুব আলী। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস, শেরপুর জেলার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক, শেরপুর ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা স্কাউট কমিশনার ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব এটিএম জিয়াউল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, শেরপুর জেলা রোভারের সম্পাদক জনাব এএসএস রুহুল হায়দার শামীম, জেলা স্কাউট সম্পাদক জনাব মোঃ আইয়ুব আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন- আজকের সমাজের সামাজিক অবক্ষয় রোধ করতে হলে সবাইকে স্কাউটিং এ সম্পৃক্ত হতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সের

ময়মনসিংহ অঞ্চল

সংখ্যা বাড়াতে হবে। তিনি শেরপুরের মেয়েদের নিয়ে একটি এ ধরনের কোর্স করার পরামর্শ প্রদান করেন। দুই দিনের কোর্স শিডিউল অনুযায়ীকোর্স পরিচালিত হয়। কোর্সে অনেক বিষয়ে গ্রুপ ওয়ার্ক করানো হয়। কোর্স শেষে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় চারটি উপদলের মোট চারটি আইটেম উপস্থাপন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীদের পক্ষে ২ জন মতামত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন যে, এ কোর্সে এসে তারা মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে জানতে পেরেছেন। তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিত করে আলাপ আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে পারবেন। কোর্সটি বাস্তবায়নে রোটারী ক্লাব অব ঢাকা আরবান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করেছেন।

■ খবর প্রেরক: **মোঃ হামজার রহমান শামীম**
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

রেল ও বাস স্টেশনেযাত্রী সেবাকার্যক্রম

পবিত্র ঈদুল আযহায় ঘরমুখী মানুষের যাত্রা পথে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ স্কাউটস ময়মনসিংহ জেলার আয়োজনে রেল ও বাস স্টেশনে যাত্রী সেবাদান কার্যক্রম ৩০ আগস্ট ১৭ থেকে ১ সেপ্টেম্বর ১৭ পর্যন্ত ময়মনসিংহ শহরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ব্রীজের মোড়, মাসকান্দা বাসটার্মিনাল ও ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেবাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস ময়মনসিংহ জেলার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোঃ খলিলুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কাউটস এর কমিশনার ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ মহসিন উদ্দিন, জেলা স্কাউটস এর সম্পাদক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সদর উপজেলা সেলিম আহমেদ, জেলা স্কাউটস এর সহ-সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম, রেলওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আব্দুল মান্নান ফরাজী, ময়মনসিংহ রেলওয়ে জংশনের স্টেশন সুপারিটেন্ডেন্ট মোঃ জহুরুল ইসলাম প্রমূখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা স্কাউট লিডার মোঃ এএসএম মোকাররম হোসেন সরকার। সেবাদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাই স্কুল, লেতুমন্ডল উচ্চ বিদ্যালয়, আমলীতলা উচ্চ বিদ্যালয়, জেলা পরিষদ উচ্চ বিদ্যালয় ও স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ এর ৫০ জন স্কাউট ও রোভার সদস্যরা। স্কাউট ও রোভার সদস্যরা উক্ত তিনদিন প্রত্যেকদিনসকাল ১০টা হতে ৫টা পর্যন্ত যাত্রীসেবা কার্যক্রমে অংশ নেয়। রোভার ও স্কাউটদের এ কার্যক্রমের প্রশংসা করেন সাধারণ মানুষজন।

বন্যা কবলিতদের সেবাদান

প্রতি বছরের ন্যায় এবারো বন্যায় হাজারো মানুষের জনজীবন করেছে বিপন্ন। সর্বগ্রাসী এ বন্যায় এ দেশের হাজারো মানুষ পানিবন্দী। তিনবেলা আহারের নেই কোন ব্যবস্থা। যদিও কোন মাধ্যমে আহারের ব্যবস্থা করা হয় তবুও তাদের দুর্গতির শেষ নেই। এ অবস্থায় ৩১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ জেলার স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের ধারাবাহিক বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ বিতরণ কাজের অংশ হিসেবে ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদবর্তী বন্যাকবলিত চরজেলখানা এলাকায় ২০০টি পরিবারের মধ্যে ঈদ খাদ্যসামগ্রী ও ত্রাণ বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন স্কাউট ইউনিট লিডার মতিউর রহমান ফয়সাল (পিএস)। উপস্থিত ছিলেন স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের সভাপতি ও ময়মনসিংহ জেলা স্কাউটস এর সহ-সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং ময়মনসিংহ জেলা স্কাউটস লিডার এএসএম মোকাররম হোসেন সরকার (এএলটি)।

■ খবর প্রেরক: **মোঃ সাকিব (পিএস)**
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

রাজশাহী অঞ্চল

সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস ভবনের সম্প্রসারন কাজের উদ্বোধন

জেলা প্রশাসক সম্প্রসারণ কাজের উদ্বোধন করেন

৬ আগস্ট ২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটসের নব নির্মিত স্কাউটস ভবনের সম্প্রসারন কাজের উদ্বোধন করেন জনাব কামরুন্নাহার সিদ্দিকা, জেলা প্রশাসক ও সভাপতি সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কামরুল হাসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জনাব মোঃ এম এম কামরুল হাসান (পিআরএস) ব্যবস্থাপনা পরিচালক অব এক্সিম ব্যাংক সিরাজগঞ্জ শাখা। উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস এর কমিশনার ড জান্নাত আরা হেনরী, স্কাউটস ব্যক্তিত্ব জনাব আবু তাহের মিয়া এল টি, সম্পাদক সরকার ছানোয়ার হোসেন এল টি জেলা স্কাউট লিডার জনাব খালেকুজ্জামান খান, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সহকারি পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ পাবনা জোন।

সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে এর সিনিয়র রোভার মেট (ঘ) রোভার মোঃ ইমন আলী, অন্বেষন মুক্ত স্কাউট দলের সম্পাদক হোসেন আলী ছোট্ট সহ অনেক স্কাউটস ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান শেষে সকলের মিলে মোনাজাতের মাধ্যমে দোয়া কামনা করা হয়।

■ খবর প্রেরক: **মোঃ ইমন আলী**
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ

কুড়িগ্রামে উপজেলা ভিত্তিক ডে-ক্যাম্প

৩১ জুলাই ২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটস কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ব্যবস্থাপনায় "ডে-ক্যাম্প-২০১৭" অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাস কাব ও স্কাউট শাখার মোট ৯৮টি ইউনিটের অংশগ্রহণে ডে-ক্যাম্প মুখরিত হয়ে ওঠে।

সকাল ১০:৩০ মিনিটে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলা আবু ছালেহ, মোঃ ফেরদৌস খান। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার, কুড়িগ্রাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার স্বপন কুমার রায় চৌধুরী, আমান উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম সদর, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আমিন আল পারভেজ। কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, সদরকুড়িগ্রাম মোশাররফ হোসেন ফারুক প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে কাব শিশুরা উপজেলা ক্যাম্পাস ও এর আশে পাশে এবং স্কাউটেরা শহরের বিভিন্ন স্থাপনা ও প্রধান প্রধান সড়কে প্লাস্টিক সামগ্রী (পরিত্যক্ত) ও বোতল সহ অন্যান্য বর্জ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। পরিপাটি স্কাউট পোষাক পরিহিত বিপুল সংখ্যক স্কাউটরা গ্লোভস পরে রাস্তাঘাট- এর নিষিদ্ধ পলিথিন পরিষ্কার করতে দেখে স্থানীয় লোকজন বিশেষ করে দোকানদারেরা- এরপর থেকে যেখানে সেখানে আর পলিথিন না ফেলার অঙ্গিকার কওে ছেলেদের সামনে। স্কাউটের সমাজ সেবা মূলক এই কাজ সারা শহরে অত্যন্ত প্রসংশিত হয়েছে।

কুড়িগ্রাম জেলাকে স্কাউট জেলা ঘোষনা করার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে এই প্রোগ্রাম দেখে জেলা প্রশাসক সহ প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তারা অত্যন্ত আনন্দিত হন।

বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার জুলফিকার আলী সম্পূর্ন প্রোগ্রামে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন।

বিকেল ৪টায় অংশগ্রহণকারী কাব ও স্কাউটদের (বাছাইকৃত) পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় একটি মনরঞ্জ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুলতানা আরজুমা হক, মি.এ.এলটি। তাকে সহায়তা করেন এ.এলটি খন্দকার খায়রুল আলম।

পঞ্চগড়ের বোদায় স্কাউটস সভা

১৯ আগস্ট ২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের আওতাধীন পঞ্চগড় বোদা উপজেলায় সম্পন্ন হল উপজেলা স্কাউটস-এর ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভা।

বোদা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ হল রুমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দ মাহমুদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম সুজন।

কাউন্সিল সভার উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. সলিমুল্যাহ সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পরেশ চন্দ্র বর্মন, দীপক চন্দ্র সরকার এএলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল প্রমুখ। এছাড়াও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পঞ্চগড় জেলা সম্পাদক সফিকুল ইসলাম।

কাউন্সেলরগণের মতামতের ভিত্তিতে জামিউল হক, অধ্যক্ষ মডেল স্কুল এন্ড কলেজকে কমিশনার এবং বোদা পাইলট বালিকা স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রবিউল ইসলামকে সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়।

কুড়িগ্রামে স্কাউটদের এাণ বিতরণ

চলমান ভয়াবহ বন্যায় দুর্গত মানুষের পাশে থাকা স্কাউটরা গত ২২ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে কুড়িগ্রাম সদরের ভেলাকোপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বানভাষী মানুষকে ত্রাণ হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান করে বাংলাদেশ স্কাউটস কুড়িগ্রাম নেতৃবৃন্দ ও স্কাউটরা।

বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের সহযোগিতায় ও কুড়িগ্রাম জেলা স্কাউটস-এর ব্যবস্থাপনায় ভেলাকোপায় বানভাষী ৪০টি পরিবারের মাঝে গৃহ-নির্মাণের ভর্তুকি বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা করে প্রদান করা হয়।

ত্রাণের টাকা বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন এ. কে. এম সামিউল হক এলটি, খন্দকার খায়রুল আলম এএলটি, এ্যাডভোকেট মহব্বত-বিন-আকবর, আব্দুল মালেক সরকার, অধ্যক্ষ হারুন-অর-রশিদ মিলন, রোখশানা পারভীন ও সুলতানা আরজুমা হক প্রমুখ। এছাড়াও কুড়িগ্রাম কালেকটরেট স্কুল এন্ড কলেজের ১৬ জন স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউট সদস্যবৃন্দ।

বানভাষী মানুষেরা পানি নেমে যাওয়ায় ভেঙ্গে যাওয়া ঘর বাড়ি মেরামতের জন্য কিছুটা হলেও এই কাজে লাগবে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কুড়িগ্রাম জেলায় শ্রেষ্ঠ কাব লিডার নির্বাচিত

২৩ আগস্ট ২০১৭ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে জেলা পর্যায়ের আয়োজনে কুড়িগ্রাম জেলার শ্রেষ্ঠ কাব লিডার নির্বাচিত হয়েছেন রাজিবপুর উপজেলার আ.ন.ম শফিউজ্জামান, প্রধান শিক্ষক বড়বেড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কতৃক গঠিত একটি বিশেষ বোর্ডে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তিনি এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। এই সাক্ষাৎকারে জেলার ০৯ উপজেলার ০৯ জন কাব লিডার অংশ নেন।

জনাব শফিউজ্জামান নিবেদিত প্রাণ স্কাউটার। তিনি ১৯৯৮ সালে কাব শাখায় বেসিক কোর্স সম্পন্ন করে স্কাউট আন্দোলনে যোগ দেন। পরে ২০০৬ সালে অ্যাডভান্সড কোর্স, ২০১২ সালে উড-ব্যাজ অর্জন করেন এবং ২০১৭ সালে সি.এ.এল.টি কোর্স সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস তাকে মেডেল অব মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

একজন দক্ষ কাব লিডার হিসেবে তিনি নিয়মিত প্যাক মিটিং পরিচালনা করে থাকেন। তার ইউনিট থেকে গত ২ বছর তিন জন কাব শাপসা কাব অ্যাওয়ার্ড করে।

■ খবর প্রেরক: **খন্দকার খায়রুল আনম**
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, কুড়িগ্রাম

জাতীয় শোক দিবস ২০১৭

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী, জাতীয় শোক দিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে রাজশাহী কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের প্রানবন্ত অংশগ্রহণ।

রাজশাহী কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর হবিবুর রহমান শোক র‍্যালি, আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ অভিযান এর উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর আল–ফারুকী চৌধুরী উপাধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, প্রফেসর মোহাঃ আব্দুল খালেক, গ্রুপ সম্পাদক, রাজশাহী কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, ড. মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী জেলা রোভার, মোঃ জহিরুল ইসলাম, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী জেলা রোভার, মোঃ তরিকুল ইসলাম আনসারী, বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী জেলা রোভার এবং রাজশাহী কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভার ও র্গাল-ইন রোভার। শোক র‍্যালি কলেজের রবীন্দ্র-নজরুল চত্বর থেকে শুরু হয়ে কলেজের শহীদ মিনার গেট দিয়ে রাজশাহী শহরের প্রধান সড়ক মনিচত্বর দিয়ে জিরো-পয়েন্ট হয়ে কলেজ অডিটরিয়ামে ফিরে আসে এবং আলোচনা সভা শেষে অধ্যক্ষ প্রফেসর হবিবুর রহমান নিজে একটি চারা গাছ লাগিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্বোধন করেন। এরপর শিক্ষকদের সহযোগিতায় রাজশাহী কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভার ও র্গাল-ইন রোভার মিলে, দুই দিনব্যাপি ১৮০টি চারা গাছ রোপণ করেন।

বৃক্ষ রোপন

১২ আগষ্ট ২০১৭ "নির্মল পরিবেশ রক্ষায় রোভার স্কাউটিং" স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী জেলা রোভারের আয়োজনে পবা উপজেলার হড়গ্রাম ইউনিয়নের আদাড়িয়া গ্রামে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হড়গ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ, ড. মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী জেলা রোভার, মোঃ জহিরুল ইসলাম, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী জেলা রোভার, মোঃ তরিকুল ইসলাম আনসারী, বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী জেলা রোভার। বৃক্ষরোপণে রাজশাহী জেলা রোভারের ০৫টি ইউনিট অংশগ্রহণ করেন। (রাজশাহী কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ ও আব্দুল করিম সরকার ডিগ্রী কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ) ইউনিটগুলোর মধ্যে কিছু দক্ষ ও কর্মঠ রোভার ও গার্ল-ইন রোভার অংশগ্রহণকরেন। প্রচন্ড বৃষ্টির মাঝে ও কমিশনার, সম্পাদক, শিক্ষকদের সার্বক্ষনিক সহযোগিতায় রোভার ও র্গাল-ইন রোভার মোট ২০৫টি চারা গাছ রোপন করেন।

■ খবর প্রেরক: **মোঃ শিমুল হোসাইন**
রাজশাহী জেলা রোভার, বাংলাদেশ স্কাউটস

বন্যা পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া ভয়াভাহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তরবঙ্গের অসংখ্য পরিবার। বন্যা পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে পানি নেমে গেলেও নদী ভাঙ্গনে বিলিন হয়ে গেছে অনেক পড়িবার, নষ্ট হয়ে গেছে জমির ফসল, গবাদি পশু আর দু-চার পয়সা রোজগার করে খাবার সম্বলটুকু। রাস্তা ঘাট, পুল, সাঁকো, ব্রিজ ভেঙ্গে বিছিন্ন হয়ে গেছে অনেক গ্রমেরি যোগাযোগ ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় অসহায় হয়ে করুণভাবে জিবন যাপন করছে ঐ সমস্ত পরিবারেরা।

পবিত্র ঈদ উল আযহা, কেমন কাটবে ঐ সমস্ত আসহায়

ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রান বিতরণ কার্যক্রম

পরিবারের ঈদ, প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। এরই মধ্যে বন্যায় দুর্গত অবস্থা তাৎক্ষনিকভাবে ত্রাণ ও সাহায্য নিয়ে পাশে দাড়িয়ে ছিল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহ।

এদিকে বন্যা ক্ষতিগ্রস্থতের পাশে দাঁড়াতে রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের সদস্যরা রংপুর নগরীর বিভিন্ন স্থানে সাহায্য বক্স নিয়ে বন্যার্তদের সাহায্যে অনুদান সংগ্রহ করে। সর্বিক দিক বিবেচনা করে বন্যাপরবর্তী সময়ে এবং পবিত্র ঈদকে সামনে রেখে ২৯ আগস্ট রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট এর উদোগ্যে মোঃ আবু সাঈদ-সহকারি পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস, রংপুর জোন এবং বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি মোঃ আশিকুর রহমান- এর নেতৃত্বে রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার লক্ষীটারি ইউনিয়নের তিস্তানদীর তীরবর্তি ইছালী গ্রামের ৫০ জন এবং শংকরদহ গ্রামের ১৫০ জন বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ত্রাণ হিসেবে চাল,ডাল, লবন তৈল, সেমাই, চিনি বিতরণ করা হয়।

ত্রাণ বিতরণে স্বতঃস্ফূতভাবে সহযোগিতা করে বাঁধনের রংপুর সরকারি কলেজ এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সদস্যবৃন্দরা। গংগাচরা উপজেলার মহিপুরের তিস্তার তীরবর্তী বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবার নির্বাচন করে তাদের মাঝে সুষ্ঠভাবে ত্রাণ বিতরণে সাহায্য করেন গ্রামের সংশ্লিষ্ট মেম্বারবৃন্দ।

খুব বেশি না হলেও যথেস্ট পরিমান ত্রাণ পেয়ে অসহায় ঐ সমস্ত পরিবার সন্তুষ্টি অর্জন করেন। অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করতে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভোগান্তি ভোগ করে হলেও বন্যা পরবর্তী অসহায় পরিবারের মাঝে বিশৃংখলাবিহীন ও সুষ্টভাবে ত্রাণ বিতরণ করতে পেরে আনেকটা প্রশান্তি আর সীমাহীন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়েছে ত্রাণ বিতরণ সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দরা এবং অভিমত প্রকাশ করে তারা বলেন আমাদের শ্রমবৃথা যায়নি পবিত্র ঈদের দিনটি একটু হলেও ভালোকাটবে তাদের। আমরা সর্বত্রই অসহায়দের পাশে ছিলাম, এখনো আছি এবং ভবিষ্যতে থাকবো। বন্যাপরবর্তী সময়ে অসহায় ত্রাণ বিতরণে রংপুর পলিটেকনিককনিক রোভার স্কাউট গ্রুপ সহ ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন দুই গ্রামের মেম্বার ও অসহায় পরিবারেরা।

■ খবর প্রেরক: মো. রেজওয়ান হোসেন সুমন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, রংপুর

দিনাজপুরে বিশ্ব শান্তি দিবস উদযাপিত

বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা ও জেলা রোভারের আয়োজনে ২১ সেপ্টেম্বর'১৭ তারিখে দিনাজপুরে উদযাপিত হলো বিশ্ব শান্তি দিবস-২০১৭। শান্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সকাল ৯টায় স্কাউট ভবন, উত্তর বালুবাড়ীতে মানববন্ধন এবং সকাল ১০-১১টায় শহরের মহারাজার মোড় ও স্কুল, শাহী মসজিদ মোড়, শিক্ষা বোর্ড এলাকা, শহীদ মিনার মোড় প্রভৃতি স্থানে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান কার্যক্রম করে। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভার স্কাউটস সম্পাদক মোঃ জহুরুল হক, জেলা স্কাউটস

সম্পাদক মোঃ মসিহুর রহমান, স্কাউটার আজিমা প্রমুখসহ স্কাউট, রোভার স্কাউট ও স্কাউটার মিলে প্রায় ১০০ জন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ দেলওয়ার হোসেন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, দিনাজপুর

জবি রোভার স্কাউটের ঢেউটিন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ঢেউটিন বিতরন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ।

৩০ সেপ্টেম্বর, শনিবার দুপুরে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলায় মোট ২০ টি পরিবারকে ১ বান্ডিল করে ঢেউটিন ও নগদ ২০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

জবি রোভার-ইন-কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রিজু আহামেদ, খাদ্য ও সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক হাসান আলী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মোখলেছুর রহমান (মুকুল) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে উক্ত সহায়তা তুলে দেন।

জবি রোভার-ইন-কাউন্সিলের সভাপতি মোঃ আরিফুল ইসলাম জানান, জবি রোভার ও নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের উত্তোলিত অর্থ এবং অনান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

■ খবর প্রেরক: কাওছার
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, অগ্রদূত সংবাদদাতা

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

স্কাউট প্রান্তিধর
হাটহাজারী গার্লস হাই স্কুল
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম অঞ্চল

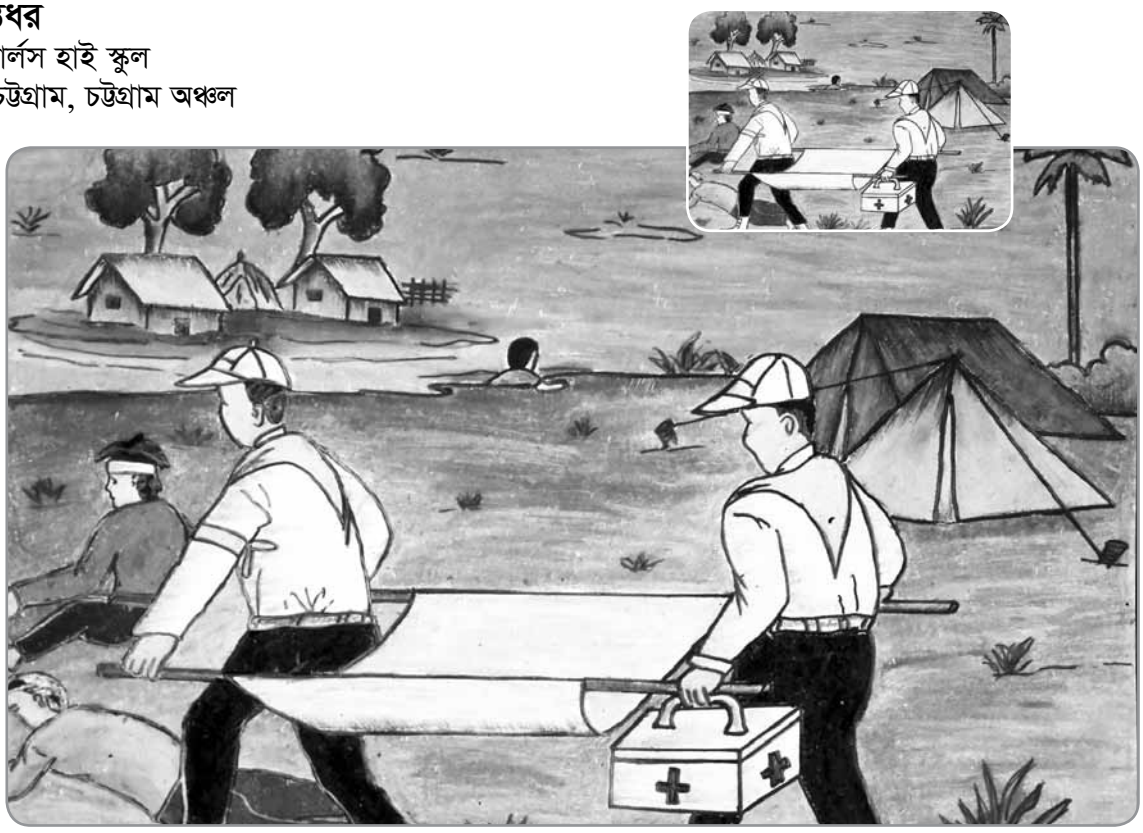

স্কাউট অন্তরা দিব্যি বর্ণা

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

* **স্থাপিত ক্ষমতা :** ১৪৮০ মেগাওয়াট
* **বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা :** ১৪০১ মেগাওয়াট
* **চলমান ইউনিট সমূহ :** মোট ১০টি
  (স্টীম টারবাইন-৫টি, গ্যাস টারবাইন-১টি
  গ্যাস ইঞ্জিন-১টি, সিসিপিপি-২টি মডিউলার-১টি)

চলমান প্রকল্প সমূহ

* আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (নর্থ)
* আশুগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (ইস্ট)

আসন্ন প্রকল্প সমূহ

* পটুয়াখালী ৬২০x২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট
* আশুগঞ্জ ৮০ মেঃওঃ সোলার গ্রীড টাইড পাওয়ার প্ল্যান্ট

সাশ্রয়ী
বিদ্যুৎ
উৎপাদনে
অঙ্গীকারাবদ্ধ

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ

(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০২, বাংলাদেশ

ফ্যাক্স : +৮৮-০৮৫২৮-৭৪০১৪, ৭৪০৪৪

E-mail : apscl@apscl.com, apsclbd@yahoo.com, Website : www.apscl.com

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 61, Issue 09, September-2017

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578